বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ-০১

তানহি খান তানহা

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ ১

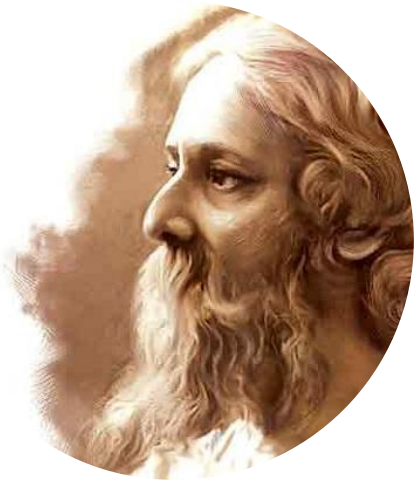

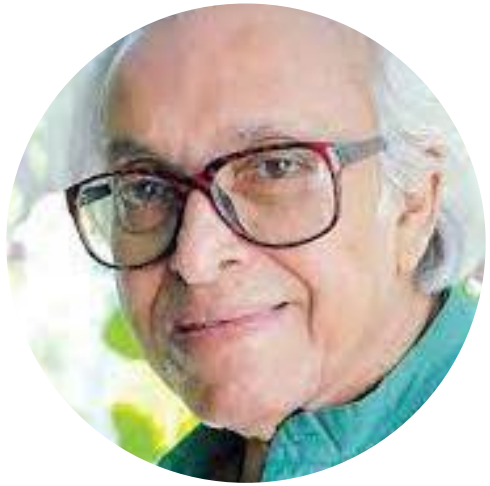

আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য

প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্ম নির্ভরতা। মধ্যযুগের সাহিত্যেও ধর্ম মুখ্য এবং মানুষ বা ব্যক্তি গৌণ। মধ্যযুগের সাহিত্য দেবদেবী নির্ভর। এটি ছিল একমুখী অনুবাদ ও অনুকরণমূলক সাহিত্য।

আধুনিক যুগে মানুষ মুখ্য হয় এবং মানবতাই হলো একমাত্র কাম্য।

এ যুগের সাহিত্য অনেক বেশি **জীবনমুখী ও মানবিকতাসম্পন্ন**। জীবনের দুঃখ দুর্দশা, হতাশা-শূন্যতা, সুখ-স্বপ্ন এতে বর্ণিত হয়। সমাজের নিচুস্তরের লোকজনও এতে নায়ক হতে পারে। যেখানে পূর্বের সাহিত্য সমাজের কেন্দ্রে বসবাসকারী অভিজাত সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি-ই শুধু নায়ক হত।

পদ্যের পাশাপাশি বৈচিত্র্যময় মৌলিক সাহিত্য আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম লক্ষণ। **ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ আধুনিক সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছে।** আধুনিক যুগে গদ্য সাহিত্যে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা। সাহিত্যে এসেছে নতুন মাত্রা, সৃষ্টি হয়েছে গদ্য কবিতা। এছাড়া প্রকৃতিবোধ, শিল্পচেতনা এবং মননশীলতায়ও এসেছে অভূতপূর্ব পরিবর্তন।

যুগসন্ধিক্ষণ

যুগসন্ধিক্ষণ কথাটির অর্থ দুই যুগের মিলনকাল। বাংলা সাহিত্যে ১৭৬০ সালে মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর কার্যত মধ্যযুগ শেষ হয়ে যায়।

আবার ১৮০০ সালে আধুনিক যুগ কাগজ-পত্রে শুরু হলেও প্রকৃতপক্ষে এর শুরু মাইকেলের হাত ধরে ১৮৬০ সালের দিকে। **মাঝের এই ১০০ বছর মধ্যযুগের শেষ ও আধুনিক যুগের শুরুর সময়টাই যুগসন্ধিক্ষণ।**

এই সময়টায় বাংলা সাহিত্য মধ্যযুগের ধর্মীয় বাতাবরণ ভেঙ্গে মানবতাকে উপজীব্য করে পরিপুষ্ট হয়। বাংলা সাহিত্যের এই পথ পরিক্রমাকেই যুগ সন্ধিক্ষণ বলে অভিহিত করা হয়। **এই সময়ে আবির্ভাব ঘটে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের।**

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

- জন্ম: ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দ, শিয়ালডাঙ্গা, কাঁচড়াপাড়া, চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।
- মৃত্যু : ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে।
- তিনি আধুনিক যুগের প্রথম কবি।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

তিনি গুপ্ত কবি নামে পরিচিত । তিনি আধুনিক যুগের প্রথম কবি। তাঁকে যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা হয় ।

যুগসন্ধিকাল (১৭৬০ থেকে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ)।

রঙ্গ রসাত্মক কবিতা রচনা করতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়। ১৭৬০ সালে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের মৃত্যুর মাধ্যমে মধ্যযুগের সমাপ্তি ঘটে এবং ১৮০১ সাল থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ শুরু হলেও বাংলা কাব্যসাহিত্যে ১৮৬১ সালে 'মেঘনাদবধ' প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রকৃত অর্থে আধুনিকতা শুরু হয়নি।

এই একশ (১৭৬০-১৮৬০) বছর কাব্যে আধুনিকতায় পৌঁছার প্রচেষ্টা চলেছে মাত্র। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মধ্যযুগের দেব-দেবীর কাহিনী বর্জন করে ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট কবিতা লেখা শুরু করেন।

তাঁর কবিতায় সমাজচেতনা থেকে শুরু করে দেশাত্মবোধ পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে। আবার তাঁর কবিতায় কবিয়াল ও শায়েরদের রচনার ঢং, পয়ার ও ত্রিপদীর ব্যবহারও লক্ষণীয়।

তাঁর মধ্যে **মধ্যযুগের কাব্য-বৈশিষ্ট্য ও আধুনিক যুগের সূচনা-বৈশিষ্ট্য সমানভাবে লক্ষ্য করা যায়** বলে তাকে যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়।

খাঁটি বাঙালি কবি

- তাঁকে রঙ্গ ব্যঙ্গের কবি, কবিয়ালদের শেষ প্রতিনিধি, বাংলা সাহিত্যের ‘জেনাস’ বলা হয় ।
- বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে **‘খাঁটি বাঙালি কবি’** বলেছেন ।
- এতবড় প্রতিভা শুধু ইয়ার্কিতেই ফুরোলো।
- ‘পাঁঠা’, ‘আনারস’, ‘তোপসে মাছ’ ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনে কবিতা লেখেন

কবিয়ালের লুপ্তপ্রায় জীবনী উদ্ধার

ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো ভারতচন্দ্র রায়, রামপ্রসাদ সেন, নিধুগুপ্ত, হরু ঠাকুর ও কয়েকজন **কবিয়ালের লুপ্তপ্রায় জীবনী উদ্ধার** করে প্রকাশ করা।

তিনি গ্রাম গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন এবং কবিগান বাঁধতেন। প্রায় বারো বৎসর গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে তিনি প্রাচীন কবিদের তথ্য সংগ্রহ ক'রে জীবনী রচনা করেছেন।

সম্পাদিত পত্রিকা

সংবাদ প্রভাকর

সংবাদ রত্নাবলী

সাপ্তাহিক পাষণ্ড

সংবাদ সাধুরঞ্জন

সংবাদ প্রভাকর

১৮৩১ সালে প্রথমে সাপ্তাহিক

পরে সপ্তাহে ২বার

১৮৩৯ সালে দৈনিক সংবাদপত্রে

পরিণত হয়

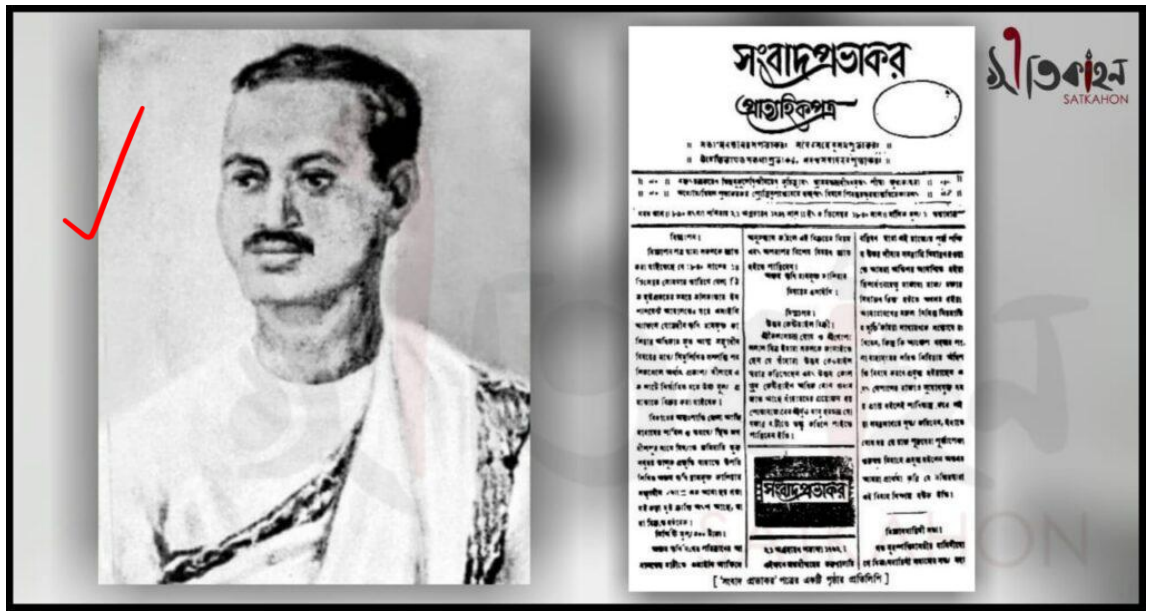

পঙক্তি

- কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া (স্বদেশ)
- রসভরা রসময় রসের ছাগল
  তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল (পাঁটা)
- চেষ্টায় সুসিদ্ধ করে জীবনের আশা । (মানুষকে)
- ‘তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু, শিখিনি শিং বাকানো’

বাংলা গদ্য সাহিত্যের বিকাশ

১৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দ

আসামরাজকে লেখা কোচবিহারের রাজার একটি পত্রকে বাংলা গদ্যের প্রাপ্ত প্রাচীনতম নিদর্শন বলে মনে করা হয়।

বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ

ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ ১

রচয়িতা- দোম আন্তোনিও দো-রোজারিও (ভূষণার জমিদারপুত্র)

পর্তুগালের রাজধানী লিসবন নগরে ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে রোমান হরফে মুদ্রিত হয়।

কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ

রচয়িতা-মনোএল দা আসসুম্পসাঁও

১৭৩৪ খ্রিষ্টাব্দে রচিত এবং ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে লিসবনে রোমান হরফে মুদ্রিত গ্রন্থটি বাংলা গদ্যের প্রাথমিক প্রচেষ্টার নিদর্শন হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

বিষয়বস্তু: খ্রিষ্টান গুরু-শিষ্যের কথোপকথন

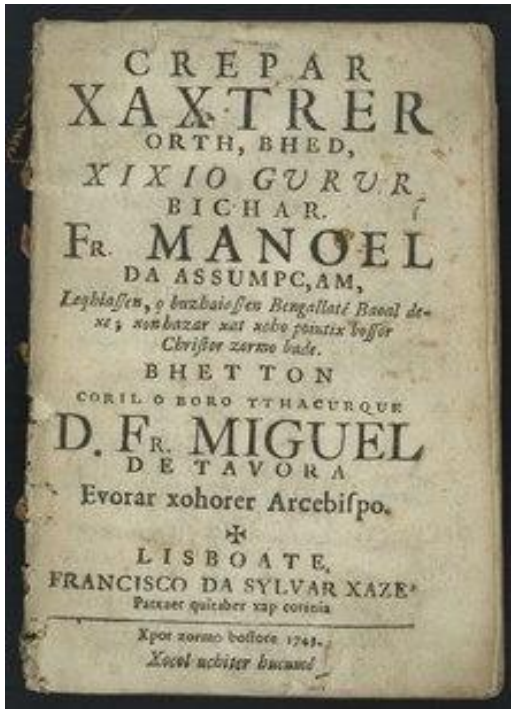
CREPAR
XAXTRER
ORTH, BHED,
XIXIO GURUR
BICHAR.
Fr. MANOEL
DA ASSUMPC, AM,
BHET TON
CORIL O BORO TTHACURQUE
D. Fr. MIGUEL
DE TAVORA
Evorar xohorer Arcebiſpo.
LISBOATE,
FRANCISCO DA SYLVAR XAZE

রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র - ১৮০১

রামরাম বসু

বাঙালির লেখা বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ

কথোপকথন-১৮০১

উইলিয়াম কেরি

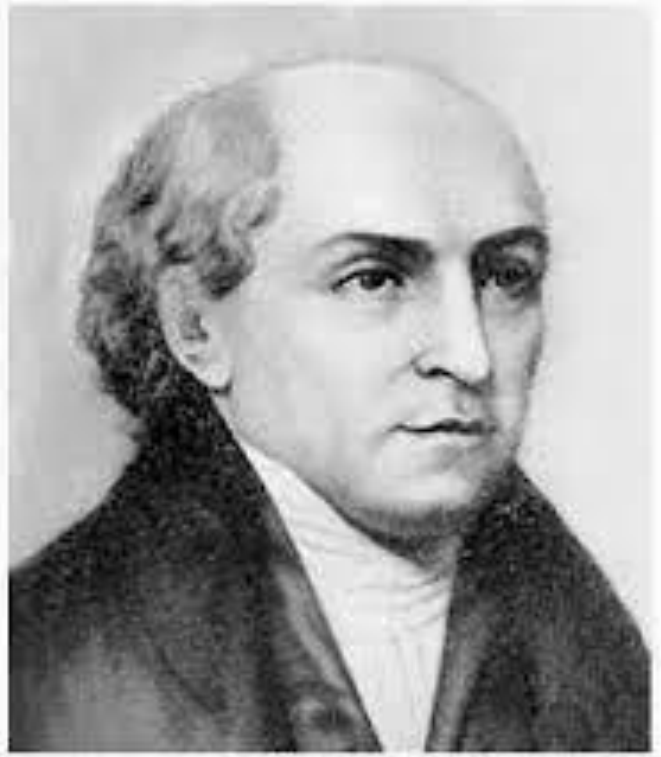

বাংলা ভাষায় **মুদ্রিত** গদ্যগ্রন্থ (শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত)

বাংলা ভাষার **কথ্যরীতির প্রথম নিদর্শন**

দ্বিভাষিক গ্রন্থ (এক পৃষ্ঠায় বাংলা, অপর পৃষ্ঠায় ইংরেজি)

- বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ মথি রচিত **'মঙ্গল সমাচার'**। ১৮০০ সালে প্রকাশিত (অনুবাদ গ্রন্থ)

বাংলা ভাষায় এবং একই সাথে বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ **'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'**।
এটা এবং **'কথোপকথন'** দুটোই ১৮০১ সালে প্রকাশিত হয়েছে। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' জুনে, 'কথোপকথন' আগস্টে প্রকাশিত হয়েছে। যার কারণে অনেক বইতে কথোপকথন দেয়া আছে।

এজন্য অপশনে যদি দুটোই থাকে তাহলে রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র হবে। আর যদি না থাকে কথোপকথন হবে।

আর মঙ্গল সমাচার থাকলে সেটা উত্তর হবে। ক্রম উল্লেখ করা হলো, প্রথমটা না থাকলে পরেরটা হবে।

১. মথি রচিত মঙ্গল সমাচার (১৮০০ সাল, অনুবাদ গ্রন্থ)

২. রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১ সাল। মৌলিক গ্রন্থ)

৩. কথোপকথন (১৮০১) সাল।

অনেক বইয়ে অপশনে রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র থাকে না, সেক্ষেত্রে কথোপকথন উত্তর।

শ্রীরামপুর মিশন

- **১৮০০ সালের ১০ জানুয়ারি** পশ্চিমবঙ্গের শ্রীরামপুরে স্থাপিত হয় শ্রীরামপুর মিশন। উইলিয়াম কেরি উইলিয়াম ওয়ার্ড ও জোশুয়া মার্শম্যানের সহায়তায় এ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীরামপুর মিশন ছিল ব্রিটিশ ভারতে খ্রিষ্টানদের প্রথম নিজস্ব প্রচার সংঘ।

- **ঐ বছরের মার্চ মাসে শ্রীরামপুর মিশনের প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়** যেখান থেকে বাইবেলসহ খ্রিষ্টান ধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থ অনুবাদ করে এদেশে প্রচারের লক্ষ্য নেয়া হয়েছিল।

১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর মিশন থেকে যে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়

দিগদর্শন

সমাচার দর্পন

বাংলা ছাপাখানা

- ১৭৭৮ খ্রিষ্টাব্দে **চার্লস উইলকিন্স হুগলিতে** প্রথম বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন।
- তিনি নিজেই বাংলা অক্ষরের নকশা তৈরি করেন।
- **চার্লস উইলকিন্সকে** বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক বলা হয়।
- তার নির্দেশনা অনুযায়ী **পঞ্চানন কর্মকার** বাংলা অক্ষর খোদাই করেন।
- ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতার নিকটবর্তী শ্রীরামপুরে মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপন করেন।
- ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মথী রচিত **'মঙ্গল সমাচার'** গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়। (অনুবাদ গ্রন্থ)

- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্য পরিচালনা করতে আসা নবীন ইংরেজ সিভিলিয়ানদের এ দেশীয় ভাষা-শিল্প-সাহিত্য আচার-আচরণাদি শিক্ষা দেয়ার জন্য গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি ১৮০০ সালের ৪ মে **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ** প্রতিষ্ঠা করেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

- **গদ্য বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বিশেষভাবে অবদান রাখে ।** ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ব্রিটিশ পাদ্রি উইলিয়াম কেরি।

- বাংলা গদ্য বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পর্বে ১৮০১ থেকে ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে **৮ জন লেখক ১৩টি বাংলা গদ্য পুস্তক লিখেছিলেন।**

উইলিয়াম কেরি

- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের **বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরি**। তিনি ১৭৯৩ সালে কলকাতায় আগমন করেন। ১৮০১ সালে তিনি বাংলা ও সংস্কৃতের শিক্ষক হিসেবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে নিযুক্ত হন। ১৮০৭ সালে তিনি এ বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

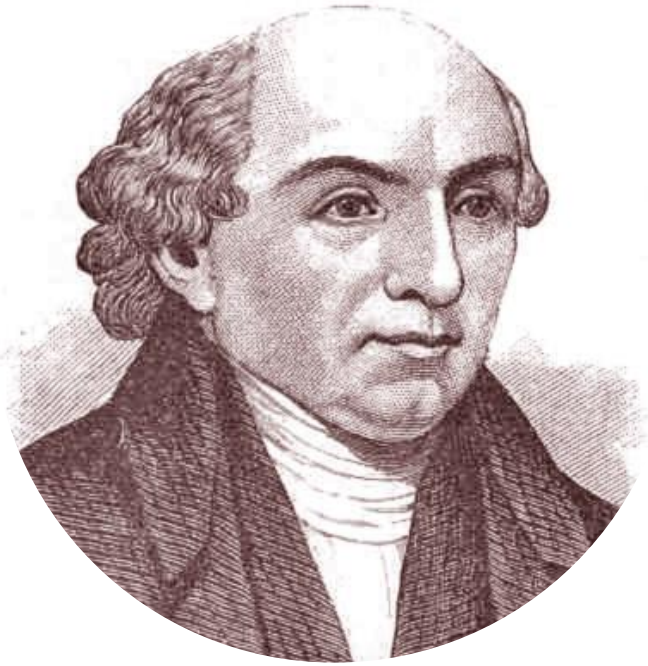

- **'কথোপকথন' (১৮০১) ও 'ইতিহাসমালা' (১৮১২)** তাঁর রচিত দুটি বই। এ দুটি বই বাংলা বিভাগে পাঠ্য ছিল।

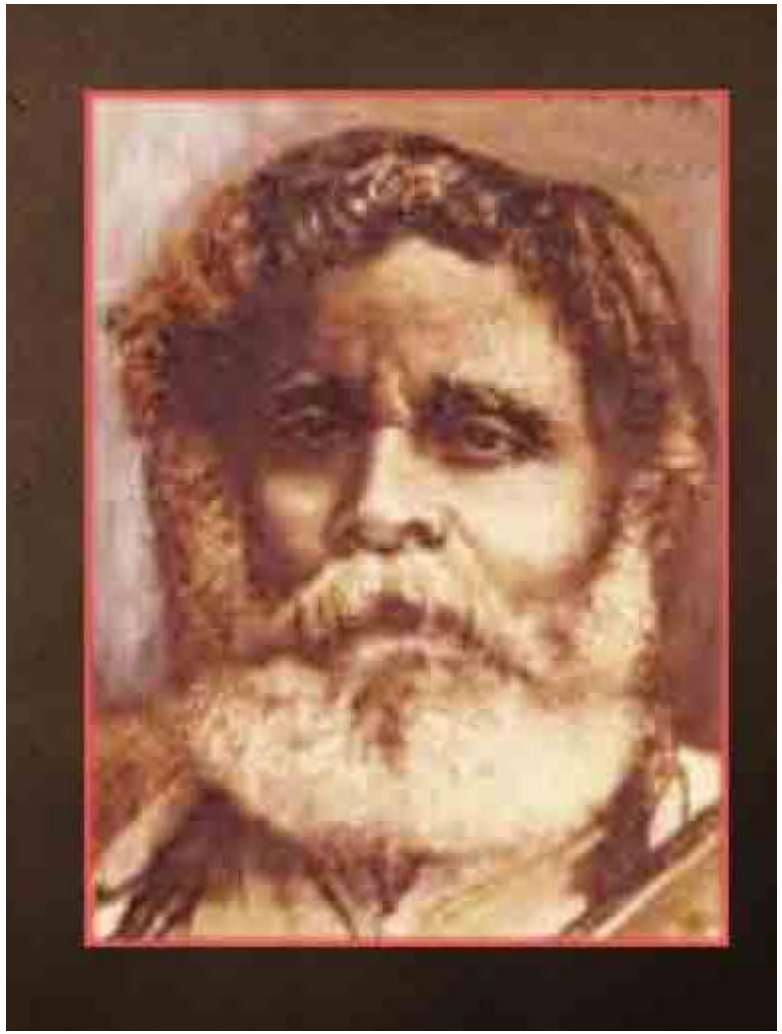

কেরী সাহেবের মুন্সী

- ‘মুন্সি’ শব্দের অর্থ শিক্ষিত লোক, পণ্ডিত, করণিক। ১৭৯৩ সালে উইলিয়াম কেরী এ দেশে আসলে রামরাম বসুকে বাংলা মুন্সি হিসেবে নিযুক্ত করেন। **এজন্য রামরাম বসুকে কেরী সাহেবের মুন্সি বলা হয়।** ১৭৯৩ থেকে ১৭৯৬ সাল পর্যন্ত তিনি উইলিয়াম কেরিকে বাংলা শেখান।

পণ্ডিতের নাম	গ্রন্থের নাম ও প্রকাশ কাল
১) রামরাম বসু	১) রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১): এটি কলেজ থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। এটি বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থ । ২) লিপিমালা (১৮০২)। বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্র সাহিত্য। (কলেজের ছাত্রদের চলিত ভাষা অ দেশীয় লোকের বৈষয়িক ব্যবহারের পরিচয় দানের জন্য পত্রাকারে লিখিত প্রবন্ধ)
২) উইলিয়াম কেরী	১) কথোপকথন (১৮০১)। ২) ইতিহাসমালা (১৮১২) (অনূদিত গল্পের সংকলন)
৩) গোলকনাথ শর্মা	(১) হিতোপদেশ (১৮০২) সংস্কৃত থেকে অনুবাদ ।
৪) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (তিনি কলেজের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত)	১) বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২)। ২) হিতোপদেশ (১৮০৮)। ৩) রাজাবলি (১৮০৮) বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম ইতিহাস। গ্রন্থ সংস্কৃত রাজাবলি গ্রন্থের অনুসরণে লিখিত । ৪) প্রবোধচন্দ্রিকা (রচনাকাল : ১৮১৩, প্রকাশকাল : ১৮৩৩)।

৫) তারিণীচরণ মিত্র (তিনি কলেজের পণ্ডিত ছিলেন না।)	১) ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট (১৮০৩) ঈশপস ফেবলসের অনুবাদ।
৬) রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	১) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং (১৮০৫)।
৭) চণ্ডীচরণ মুন্‌শী	১) তোতা ইতিহাস (১৮০৫) তুতিনামা নামক ফারসী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ
৮) হরপ্রসাদ রায়	১) পুরুষ পরীক্ষা (১৮১৫)

প্রশ্নোত্তর পর্ব

- বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থের নাম কী?
- আধুনিক যুগের প্রথম কবি কে?
- তাঁকে যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা হয় কাকে?
- ‘লিপিমালা’ কে রচনা করেছেন?

প্রশ্নোত্তর পর্ব

- উইলিয়াম কেরি কে ছিলেন?
- উইলিয়াম কেরি রচিত দুটো গ্রন্থের নাম বলুন।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম গদ্যগ্রন্থ?
- বত্রিশ সিংহাসন কার রচনা?

প্রশ্নোত্তর পর্ব

- আধুনিকতার লক্ষন কী?
- ‘কেরী সাহেবের মুন্সী’ বলা হয়?-
- ‘ইতিহাসমালার’ লেখক?-
- বাংলা গদ্যের বিকাশে কোন বিদেশির অবদান সর্বাধিক?

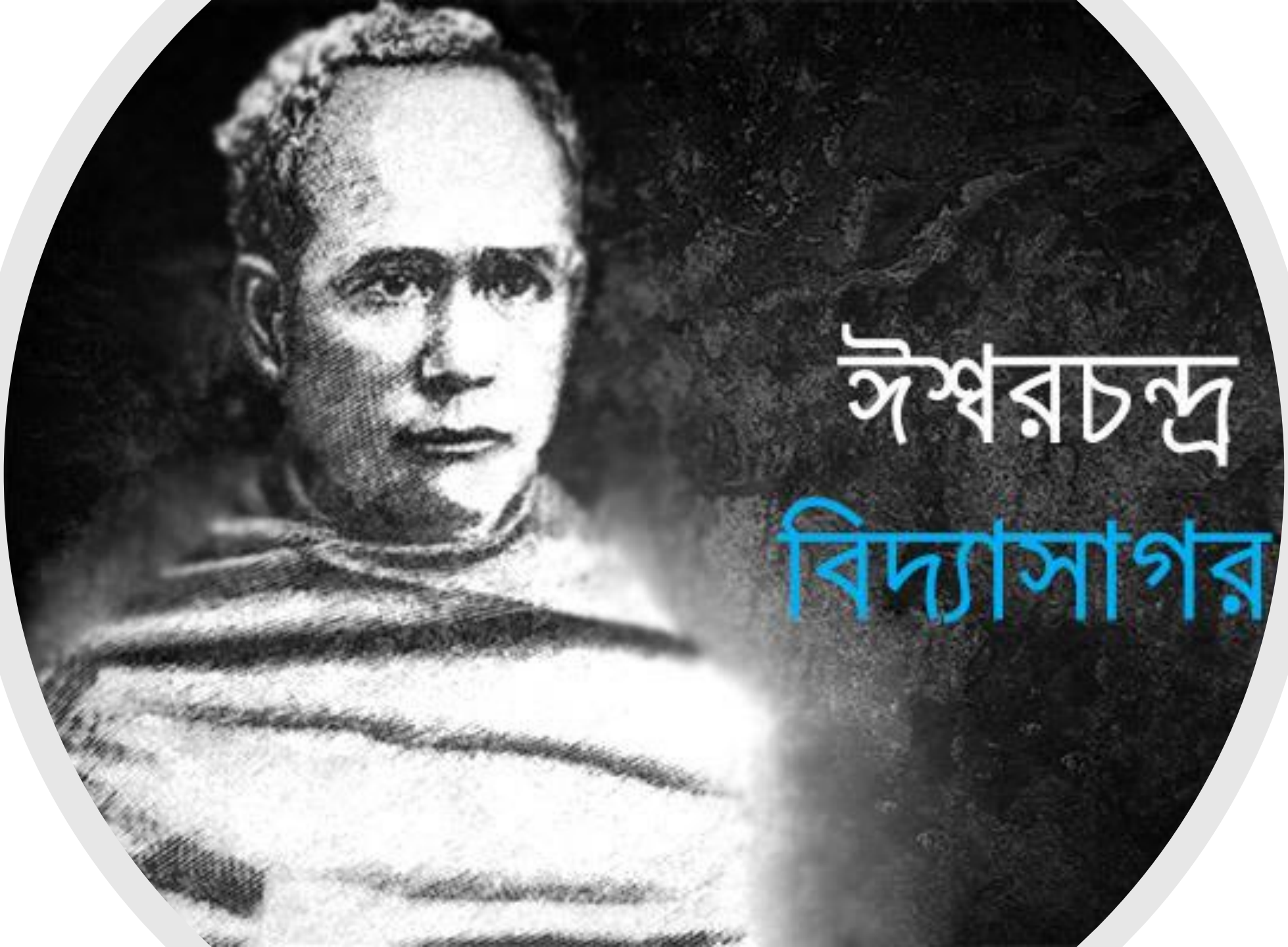
ঈশ্বরচন্দ্র
বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

জন্ম- বীরসিংহ গ্রাম, পশ্চিমবঙ্গের মেদেনীপুর ।

পারিবারিক নাম- ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যে নামে স্বাক্ষর করতেন- ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

ছদ্মনাম- কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোষ্য

বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করেন-

সংস্কৃত কলেজ থেকে ১৮৩৯ সালে

তাঁকে করুনাসাগর বিশেষণ প্রদান করেন-

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

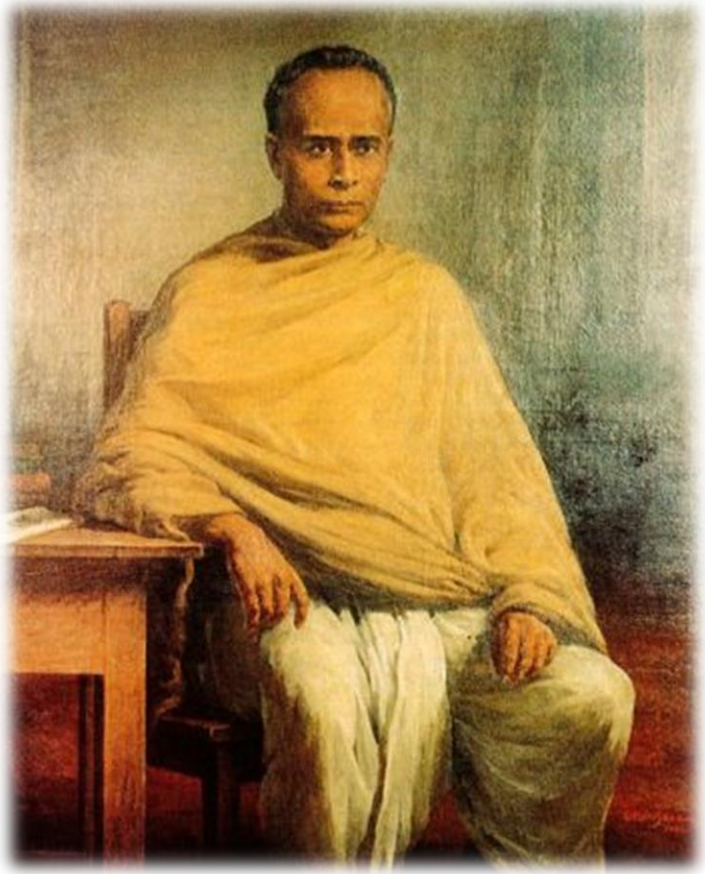

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বাংলা গদ্যরীতি প্রচলনে অবিস্মরণীয় অবদান রাখার জন্য বিদ্যাসাগরকে-

‘বাংলা গদ্যের জনক’ বলা হয়

নারী শিক্ষায় বিদ্যাসাগর

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান-

কলকাতায় বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠা।

তাঁর প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়-

১৮৫৬ সালে

বিরাম চিহ্নের প্রবর্তক

মাত্র ২১ বছর বয়সে ১৮৪১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের পণ্ডিত হন- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বাংলা সাহিত্যে **যতি বা বিরাম চিহ্নের** প্রচলন করেন- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

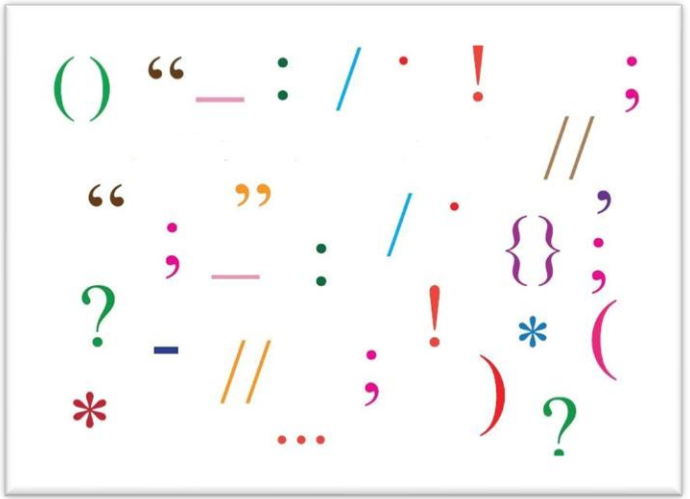

বাংলাভাষায় যতি বা বিরাম চিহ্নের প্রচলন শুরু হয় **-১৮৪৭ সালে**

বিদ্যাসাগরের গ্রন্থ

- অনুবাদ গ্রন্থ
- মৌলিক রচনা
- বেনামি রচনা (মৌলিক)
- শিশুতোষ ও স্কুল পাঠ্য গ্রন্থ

মৌলিক রচনা

১) প্রভাবতী সম্ভাষণ (রচনাকাল : আনুমানিক ১৮৬৩, প্রকাশকাল : ১৮৯২)

(গুরুত্বপূর্ণ)

২) বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব

৩) বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার

৪) বাল্য বিবাহের দোষ (১৮৫০)

৫) সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব ।

মৌলিক রচনা (বেনামি)

- অতি অল্প হইল
- আবার অতি অল্প হইল
- ব্রজ বিলাস **
- বিধবা বিবাহ ও যশোহর হিন্দু ধর্ম রক্ষিণী সভা
- রত্নপরীক্ষা**

শিশুতোষ ও স্কুল পাঠ্য গ্রন্থ ***

১) বর্ণ পরিচয় এ বইটি ক্ল্যাসিক মর্যাদা লাভ করে । শিক্ষার্থীদের জন্য আদর্শ বাংলা বই পাওয়া যায় এই বইটি প্রকাশের মাধ্যমে ।

২) বোধোদয়

৩) কথামালা

৪) আখ্যান মঞ্জরী

৬) শব্দমঞ্জরী

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসগরের অনুবাদ গ্রন্থ

১)বেতাল পঞ্চবিংশতি হিন্দি ‘বৈতাল পচ্চীসী’ অবলম্বনে রচিত ।

এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ

২)বাঙ্গালার ইতিহাস জন ক্লার্ক মার্শম্যান রচিত ‘History of Bengal’ গ্রন্থ অবলম্বনে ।

৩) ভ্রান্তিবিলাস শেক্সপিয়রের 'Comedy of Errors' অবলম্বনে ।

৪) শকুন্তলা : কালিদাসের সংস্কৃত নাটক ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলম' অবলম্বনে ।

৫)সীতার বনবাস ভবভূতি রচিত ‘উত্তররামচরিত' নাটক ও বাল্মীকি রামায়ণে’র উত্তরকাণ্ড থেকে ।

৬) জীবনচরিত চেম্বার্সের বায়োগ্রাফির বঙ্গানুবাদ ।

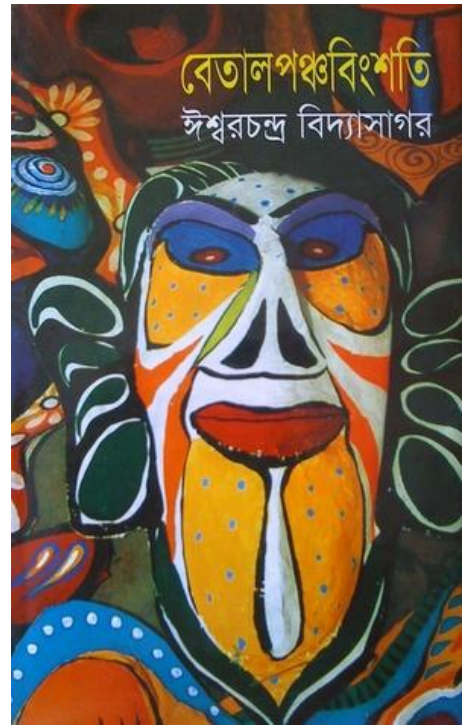

ব্যাকরণ

- সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা
- ব্যাকরণ কৌমুদি

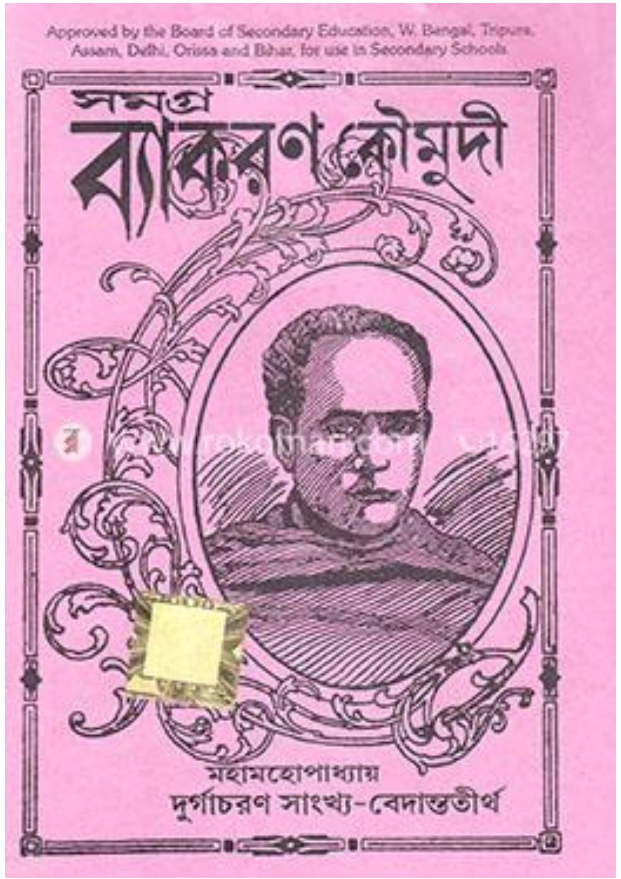

বিদ্যাসাগর চরিত/আত্মচরিত

- বাংলা সাহিত্যের প্রথম আত্মজীবনী।

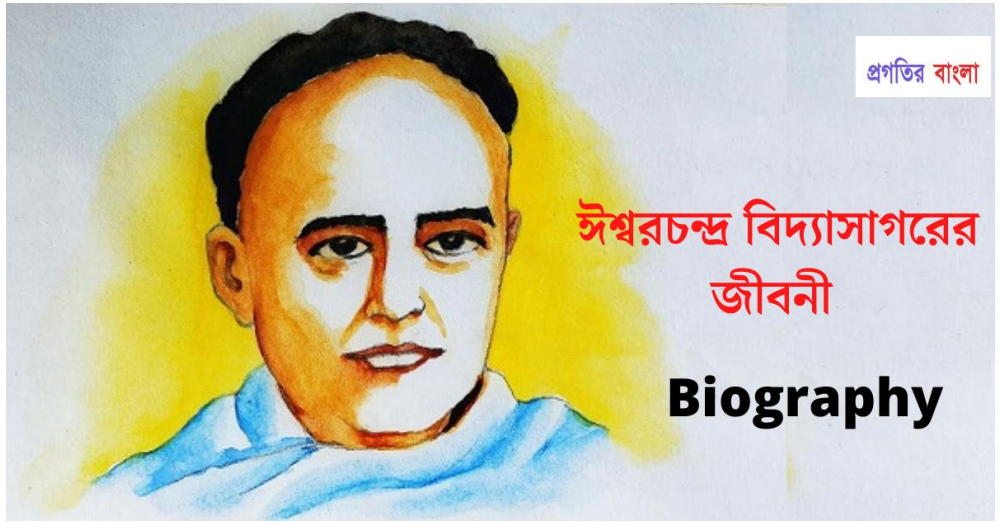

বেতাল পঞ্চবিংশতি

১৮৪৭ সালে প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ।

এটি হিন্দি ‘বৈতাল পচ্চিসী’র অনুবাদ।

ঈশ্বরচন্দ্রের এই গ্রন্থের দশম সংস্করনে সর্বপ্রথম যতি চিহ্নের সফল প্রয়োগ হয়।

গ্রন্থটি প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা হয়।

প্রভাবতী সম্ভাষণ

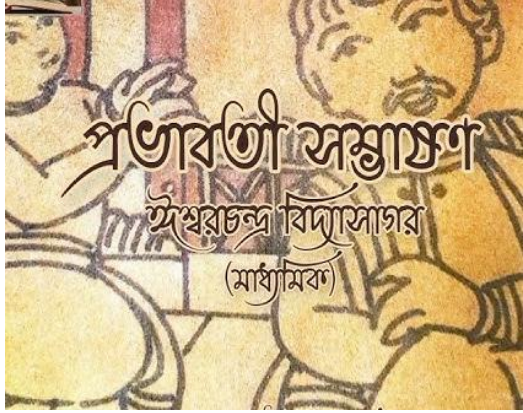

১৮৯২ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক গ্রন্থ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যসাগরের তথা বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক গ্রন্থ ‘প্রভাবতী সম্ভাষণ’ একটি আবেগপূর্ণ রচনা। **বিদ্যাসাগরের বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যয়ের ছোট্ট মেয়ে প্রভাবতী।** বিদ্যাসাগর তাকে খুব আদর করতেন। এই মেয়েটি কঠিন অসুখে অবেলায় মারা গেলে বিদ্যাসাগর মানসিকভাবে প্রচন্ড কষ্ট পান।

প্রভাবতীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রচিত ‘প্রভাবতী সম্ভাষণ’ (১৮৬৩)। এতে তাঁর অন্তরের বিলাপ ফুটে উঠেছে। এ**টি বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিকগ্রন্থের পাশাপাশি প্রথম শোকগাঁথা।**

প্রশ্নোত্তর

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান কোথায়?
- ‘শকুন্তলা’ নাটকের বাংলা অনুবাদ কে করেন?
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাস' কোন নাটকের গদ্য অনুবাদ?
- 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' কার রচনা?
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কোন শতকের মানুষ?
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মজীবনী কোনটি?

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ২৫ জানুয়ারি, ১৮২৪ সালে যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার কপোতাক্ষ নদীর তীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

‘দত্ত কুলোদ্ভব’ কবি

- তিনি ছিলেন রাজনারায়ণ দত্ত ও তার প্রথমা পত্নী জাহ্নবী দেবীর একমাত্র সন্তান।
- দত্ত বংশে জন্মের কারণে মাইকেল মধুসূদনকে ‘দত্ত কুলোদ্ভব’ কবি বলা হয়।
- ১৮৩৭ সালে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তিনি বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসি ভাষা শেখেন।

খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ

- ১৮৪৩ সালে মাত্র ১৯ বছর বয়সে ওল্ড মিশন চার্চে পাদ্রী ডিলট্রির কাছে খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। এদিন থেকে তার নামের আগে **'মাইকেল'** শব্দটি যোগ হয়।

- তাঁর ধর্মান্তরণ সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। ফলে তাঁর পিতা রাজনারায়ণ দত্ত তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেন।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি

- মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি।
- কাজী নজরুলকে আমরা যে অর্থে বিদ্রোহী বলি মধুসূদন সে অর্থে বিদ্রোহী নয়। কাজী নজরুল রাজনৈতিক পরাধীনতা ও সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কবিতা লিখেন।
- **মধুসূদন বাংলা সাহিত্য রচনার ধারার ক্ষেত্রে বিদ্রোহী।** মধুসূদন প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য রচনার ধারা ভেঙ্গে নতুন ধারা সৃষ্টি করেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

তিনি বাংলাসাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি

কাব্য সাহিত্যে আধুনিকতার জনক

অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক

সনেটের প্রবর্তক

প্রথম প্রহসন রচয়িতা

প্রথম মহাকাব্য রচয়িতা

ছদ্মনাম

- Timothy Penpoem ছদ্মনামে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ The Captive Ladie এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ Visions of the Past প্রকাশিত হয়।

কাব্য

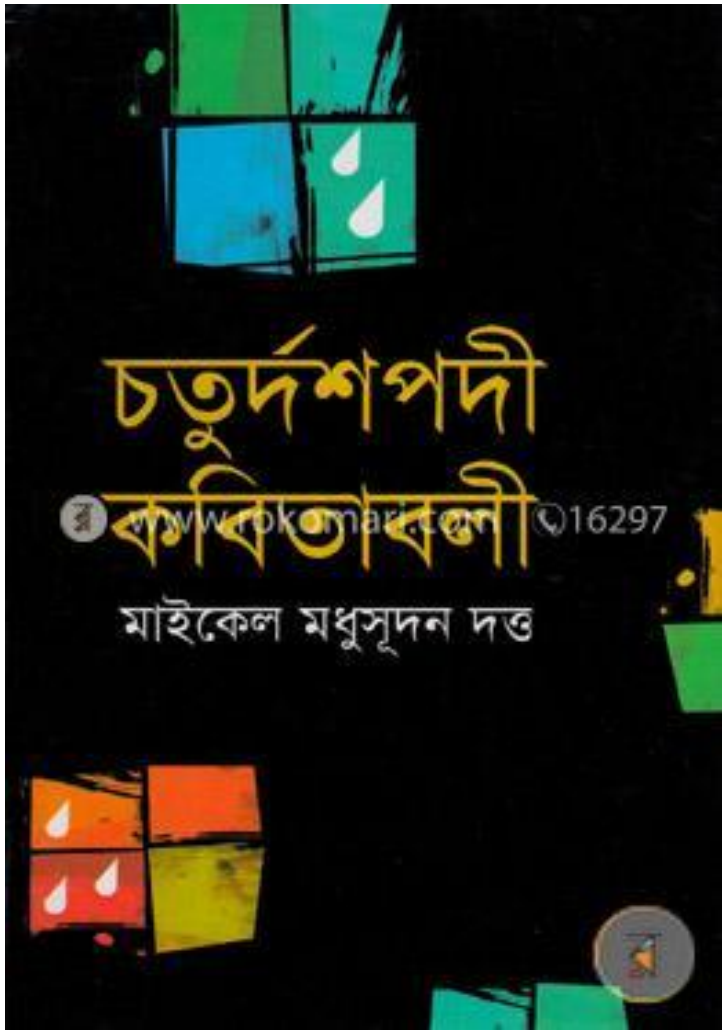

মাইকেল মধুসূদন বাংলা কাব্য সাহিত্যে আধুনিকতার জনক

কবি মধুসূদন বাংলা কাব্য জগতে মাত্র ৭ বছর (১৮৬০-৬৬) যুক্ত ছিলেন। তাই কবিকে 'ক্ষণিকের অতিথি কবি' বলা হয়।

The Captive Lady (1849)

তিলোত্তমাসম্ভব

ব্রজাঙ্গনা

বীরাঙ্গনা

চতুর্দশপদী কবিতাবলি

হেক্টরবধ

The Captive Lady (1849)

The Captive Lady (1849)- প্রথম রচিত ও প্রকাশিত কাব্য।

Timothy Penpoem' ছদ্মনামে

"The Captive Ladie' এবং **'Visions of the Past'** শীর্ষক দুটি ইংরেজি কাব্য রচনা করেন।

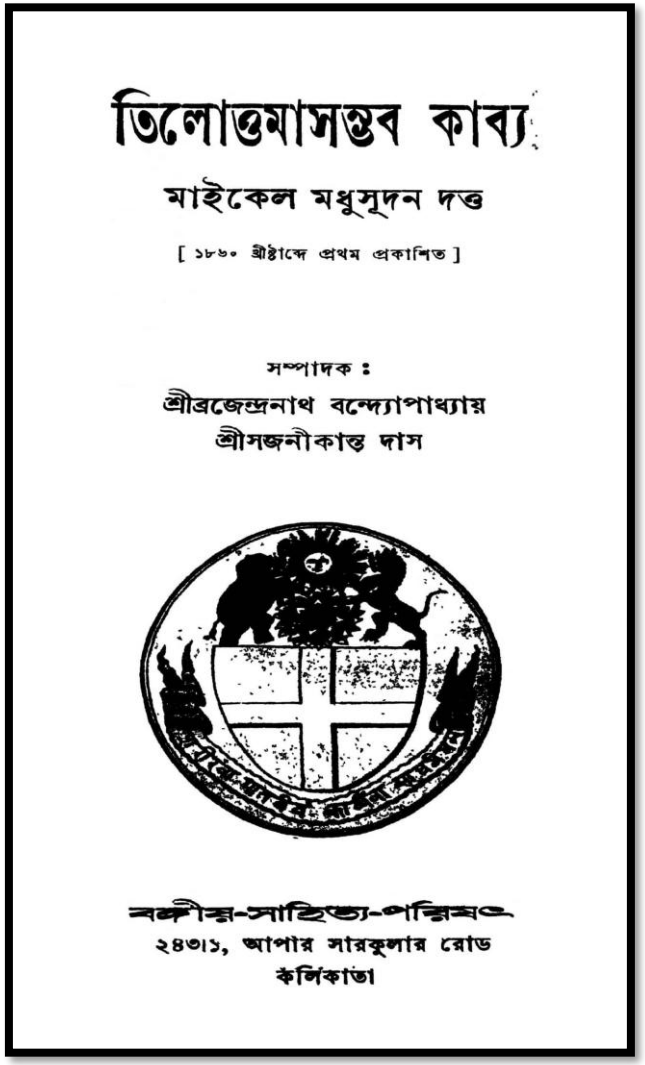
তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

তিলোত্তমাসম্ভব (১৮৬০)

বাংলা সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত প্রথম কাব্য।

এটি তাঁর প্রথম বাংলা কাব্য (কাহিনি কাব্য)

ব্রজাঙ্গনা

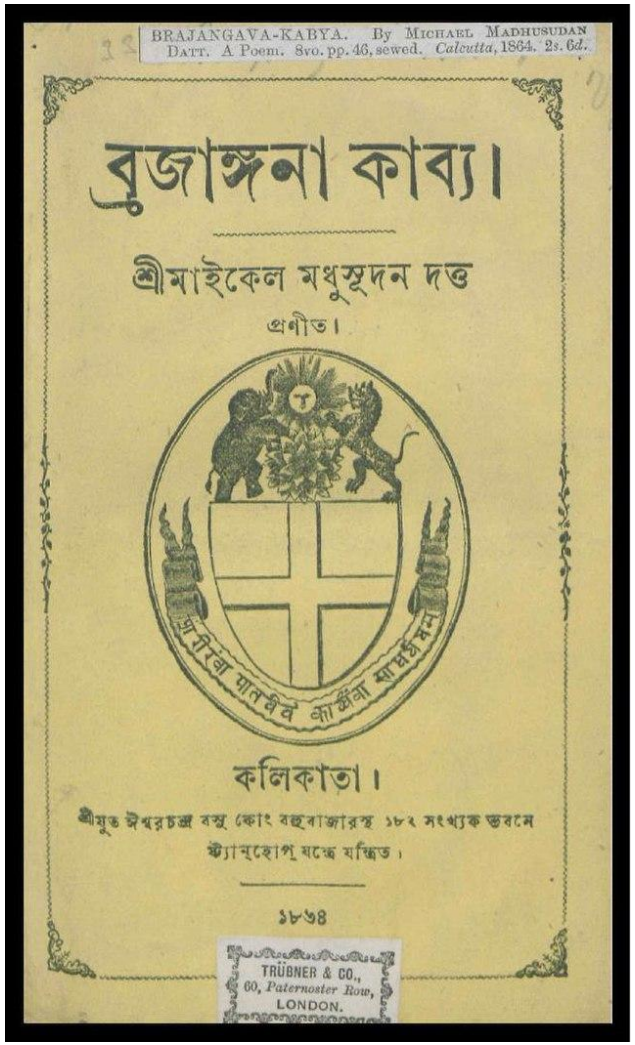

রাধাকৃষ্ণের প্রেম বিষয়ক গীতিকাব্য । এ কাব্য প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে। 'মেঘনাদবধ' কাব্য রচনার আগে (১৮৬০) তিনি এই কাব্য রচনা করেছিলেন।

প্রথমে কাব্যটির নাম ছিল 'রাধাবিরহ'।

‘বীরাঙ্গনা কাব্য'

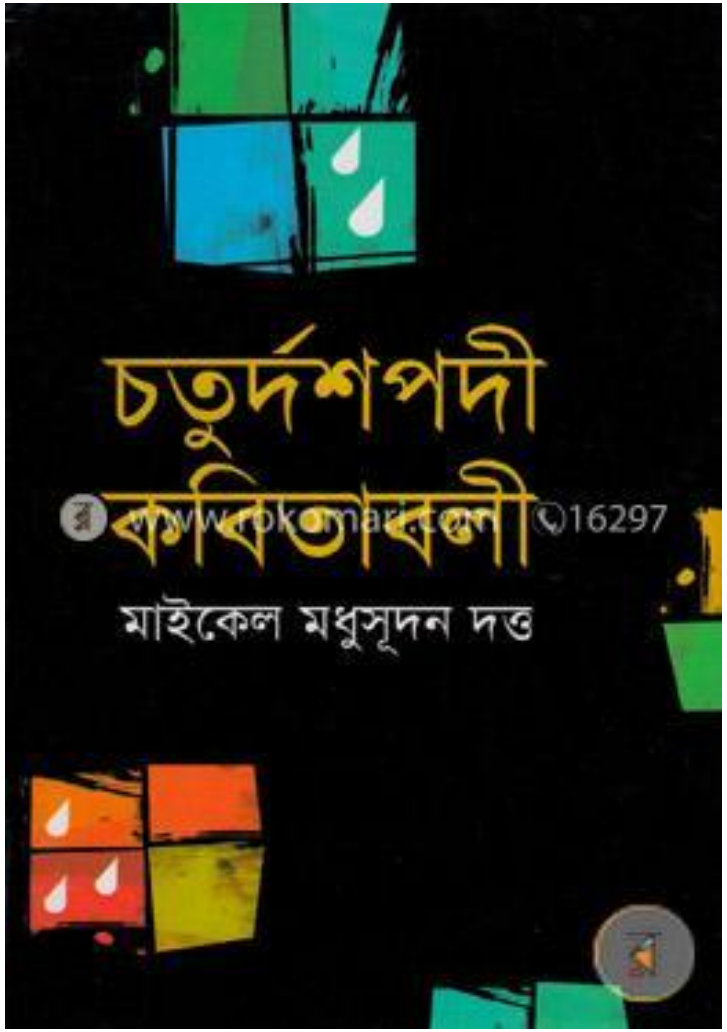

‘বীরাঙ্গনা কাব্য' বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম সার্থক পত্রকাব্য। গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা মূলত নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে প্রকাশ করার জন্য। কারণ বইটি উৎসর্গ করেছেন বিদ্যাসাগরকে।

এখানে মোটে এগারোটি পত্র আছে। পুরাণের ১১জন নারী চরিত্র স্বামী বা প্রেমিকের উদ্দেশ্যে এই পত্র গুলো লেখেন।

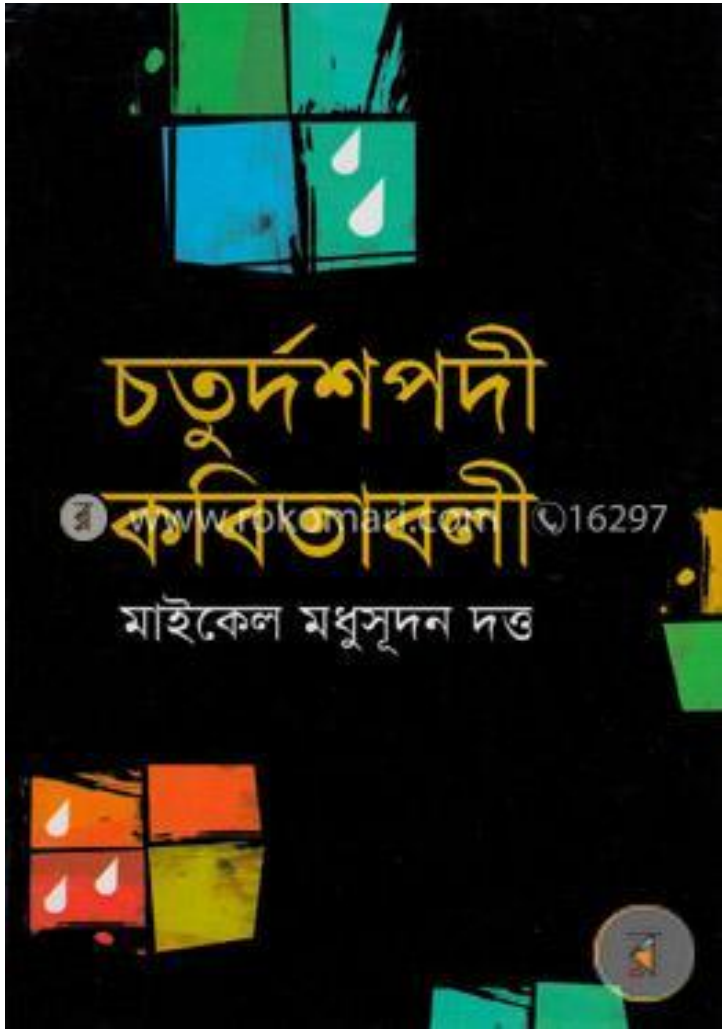

চতুর্দশপদী কবিতাবলি

চতুর্দশপদী কবিতাবলি বাংলা ভাষার প্রথম সনেট সংকলন।

এতে ১০২টি সনেট আছে । কবির প্রথম সনেট 'বঙ্গভাষা'।

বিভিন্ন ধরনের সনেট এখানে আছে।

যেমন—জয়দেব, বিদ্যাসাগর, বঙ্গভাষা, কল্পনা, কবি, কপোতাক্ষ নদ, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, শ্রীপঞ্চমী ইত্যাদি। ১৪ চরণে ৮+৬ মাত্রায় একটি নির্দিষ্ট মিল বিন্যাসকে অনুসরণ করে এই সনেটগুলো রচনা করেন।

মহাকাব্য ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ (১৮৬১)

এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম এবং প্রথম সার্থক মহাকাব্য ।

উৎসর্গ: রাজা দিগম্বর মিত্রকে । কাহিনি: 'রামায়ণ' । কাব্যের নায়ক 'রাবণ' ।

কাব্যে সর্গ আছে ৯টি ।

অন্যান্য চরিত্র : মেঘনাদ, প্রমীলা, বিভীষণ, সরমা (বিভীষণের স্ত্রী), রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, চিত্রাঙ্গদা, মন্দোদরী, বারুণী ।

প্রথম সর্গে কবি বীররসে কাব্য রচনার কথা বললেও কাব্যে করুণরস প্রাধান্য পেয়েছে।**

ছন্দ : ‘অমিত্রাক্ষর’

মেঘনাদের অন্য নাম : ইন্দ্রজিৎ, অরিন্দম ।

কাব্যটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন : রাজনারায়ণ বসু ।

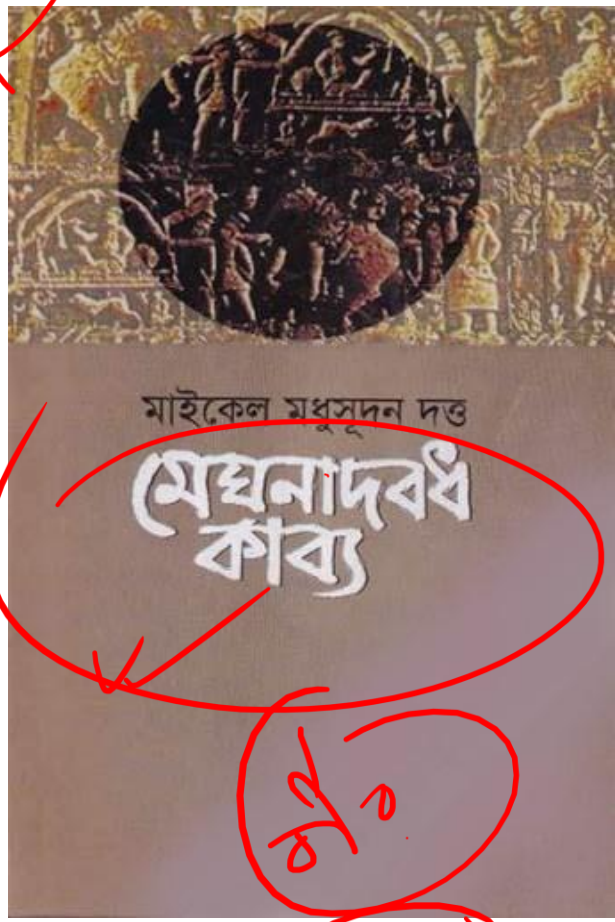

নাটক

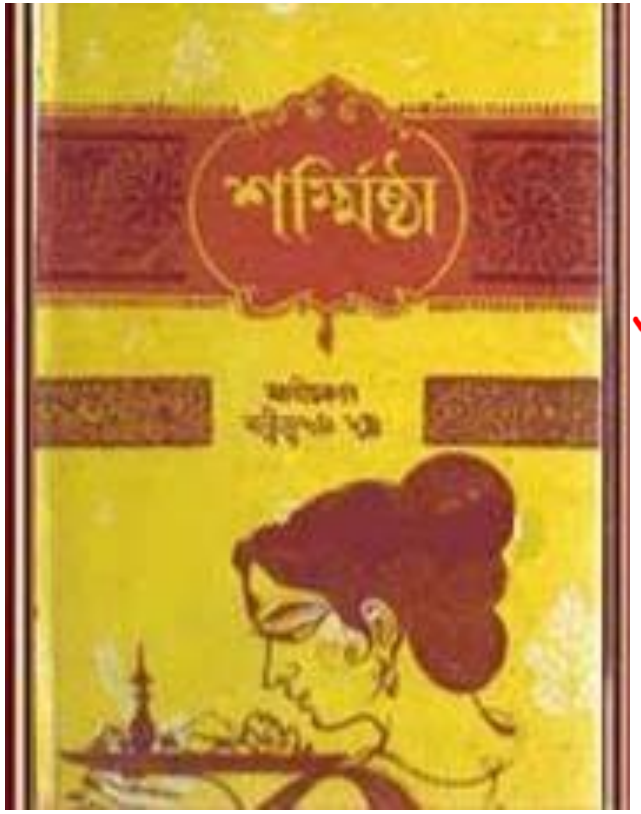

শর্মিষ্ঠা - প্রথম সার্থক নাটক

কৃষ্ণকুমারী - প্রথম সার্থক ট্রাজেডি নাটক

পদ্মাবতী - প্রথম সার্থক কমেডি নাটক (অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রয়োগ করেন)

মায়াকানন: (অসমাপ্ত) (১৮৭৪) মৃত্যুর পর প্রকাশিত । শেষ করেন ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রহসন

প্রহসন : প্রহসন নাটকের মতই তবে নাটকের চেয়ে ছোট। এতে হাস্য ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মাধ্যমে সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরা হয়। এতে নাটকের মত বিষয়বস্তুর জটিলতা, গভীর জীবনবোধ, চরিত্রের সমগ্রতা থাকে না। **প্রহসন হাসির নাটক, হালকা চালের নাটক।**

প্রহসন

‘একেই কি বলে সভ্যতা’-১৮৬০

বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ-১৮৬০

নীলদর্পন নাটকের অনুবাদক

তিনি নীলদর্পন নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন

১৮৬১ সালে A Native ছদ্মনামে

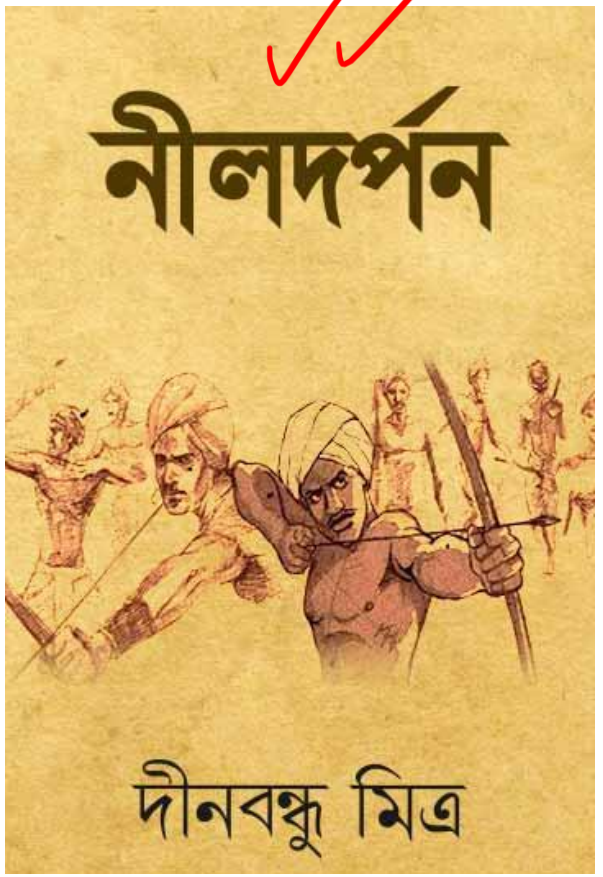

মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতার পঙক্তি

- “লঙ্কার পঙ্কজ রবি গেলা অস্তাচলে” (মেঘনাদবধ)
- “হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন; / তা সবে (অবোধ আমি!) অবহেলা করি’ (বঙ্গভাষা)
- ওরে বাছা মাতৃকোষে রতনের রাজি/এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি । (বঙ্গভাষা)
- নিজ গৃহপথ; তাত দেখাও তস্করে?/ চণ্ডালে, বসাও আনি রাজার আলয়ে? (মেঘনাদবধ)
- দানবনন্দিনী আমি; রক্ষ কুল-বধূ / রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী
  আমি কি ডরাই, সখী, ভিঘারী রাঘবে? (মেঘনাদবধ)
- সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে / সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে । (কপোতাক্ষ নদ)
- বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে / কিন্তু সে স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে? (কপোতাক্ষ নদ)
- অলীক কুনাট্যরঙ্গে, মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে / নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয় । (শর্মিষ্ঠাঃ প্রস্তাবনা)
- জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে / চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?

প্রশ্নোত্তর পর্ব

- বাংলা কবিতায় আধুনিকতার প্রবর্তক কে?
- মধুসূদন দত্তের ‘ মেঘনাদবধ কাব্য’র উৎস কী?
- মাইকেল মদুসূদন দত্তের ‘ একেই কি বলে সভ্যতা ‘ কোন ধরনের নাটক?
- মধুসূদন দত্ত রচিত 'বীরাঙ্গনা’ কোন ধরনের সাহিত্যকর্ম?
- "দত্তকুলোদ্ভাব" কবি কে?
- মাইকেল মধুসূদন দত্তের দেশপ্রেম প্রবল প্রকাশ ঘটেছে
- মাইকেল মধুসূদনের তিনটি নাটকের নাম বলুন।

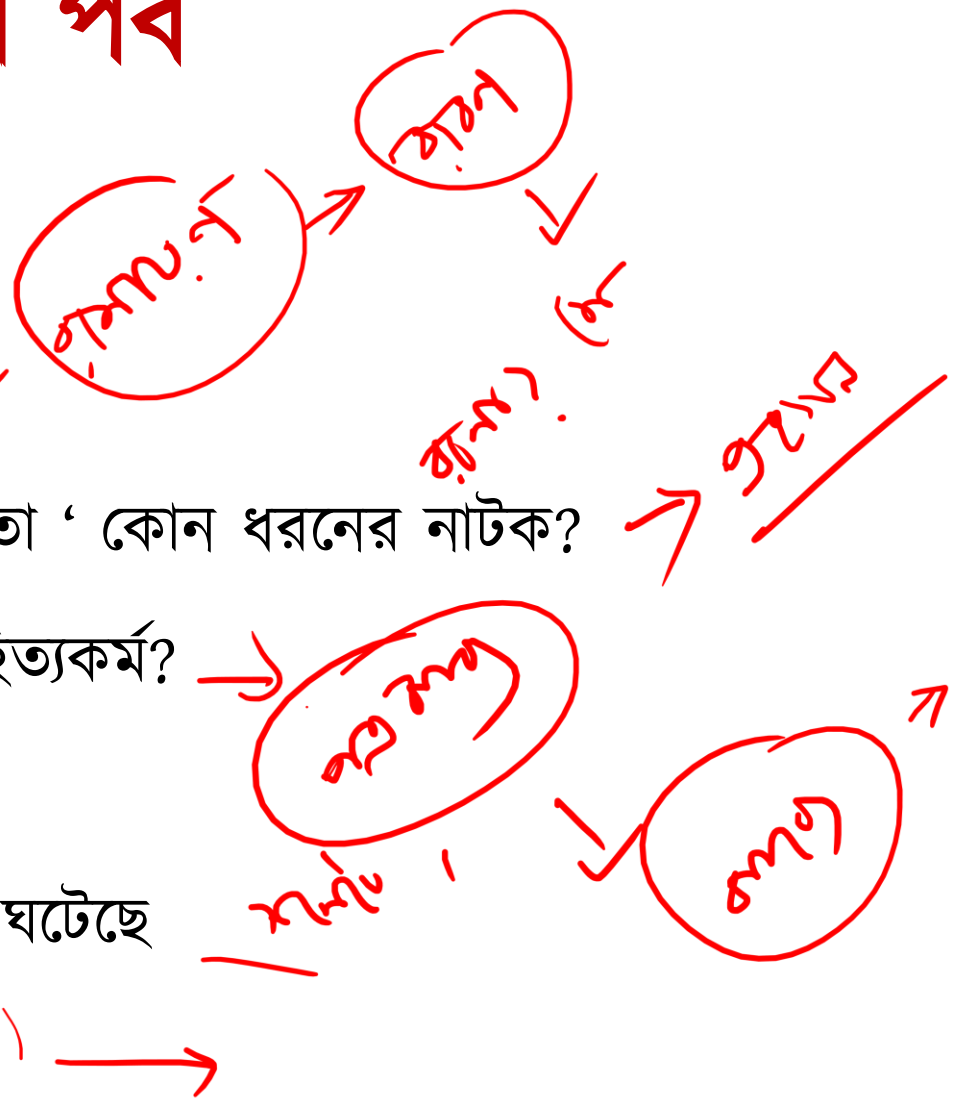

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)

জন্ম: নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে

ঈশ্বরগুপ্তের প্রেরণায় 'সংবাদপ্রভাকর' পত্রিকায় কবিতাচর্চার মধ্য দিয়ে প্রথম সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন।

প্রকৃত নাম: গন্ধর্ব নারায়ন মিত্র

উপাধি: রায় বাহাদুর

নাটক

নীলদর্পন

নবীন তপস্বিনী

লীলাবতী

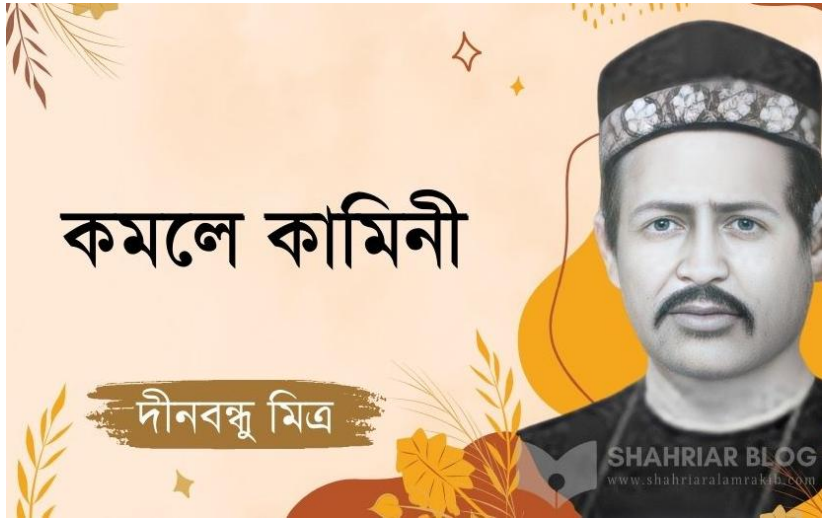

নীলদর্পন

নাটকের বিষয়বস্তু: নীলকরদের অত্যাচারের চিত্র। এতে মেহেরপুরের কৃষকদের ওপর নীলকরদের নির্মম নির্যাতনের চিত্র ফুটে উঠেছে

এটিই প্রথম বাংলা নাটক যা ইংরেজিতে অনূদিত হয়।

নীলদর্পন নাটক বাংলা গণ নাটকের সূতিকাগার। 'Uncle Tom's Cabin' এর আদলে এ নাটক রচিত।

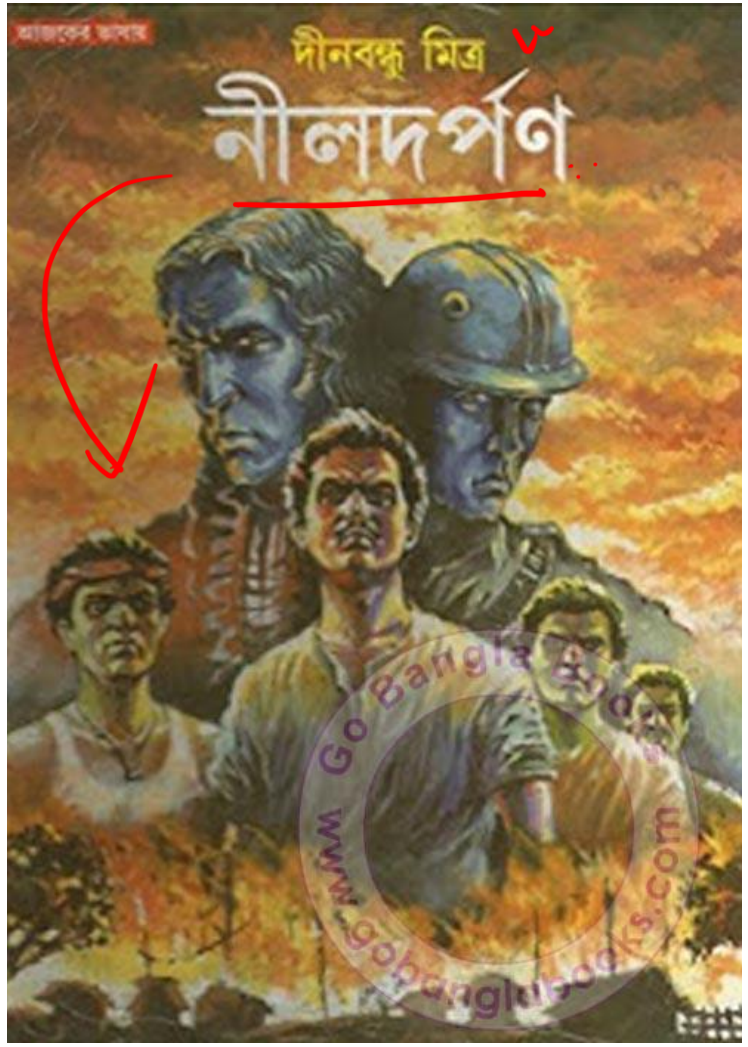

(হ্যারিয়েট বিচার স্টোয়ের **আঙ্কেল টমস কেবিন** একটি দাসত্ববিরোধী উপন্যাস

জনগণের বা সাধারণ মানুষের দুঃখ বেদনা ও সংগ্রামের কথাই যে নাটকে বলা হয়)

নীলদর্পন

এর ইংরেজি অনুবাদ ‘The indigo planting Mirror’ মাইকেল মধুসূদন দত্ত A Native ছদ্মনামে অনুবাদ করেন।

প্রকাশক: পাদ্রি জেমস লঙ। এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন।

চরিত্র: তোরাপ, ক্ষেত্রমণি, নবীনমাধব, রাইচরণ,সরলতা, সাবিত্রি, উড।

সাহিত্যিক মূল্য থেকে সামাজিক মূল্য বেশি

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আলোচনা ও নীলচাষ বন্ধ

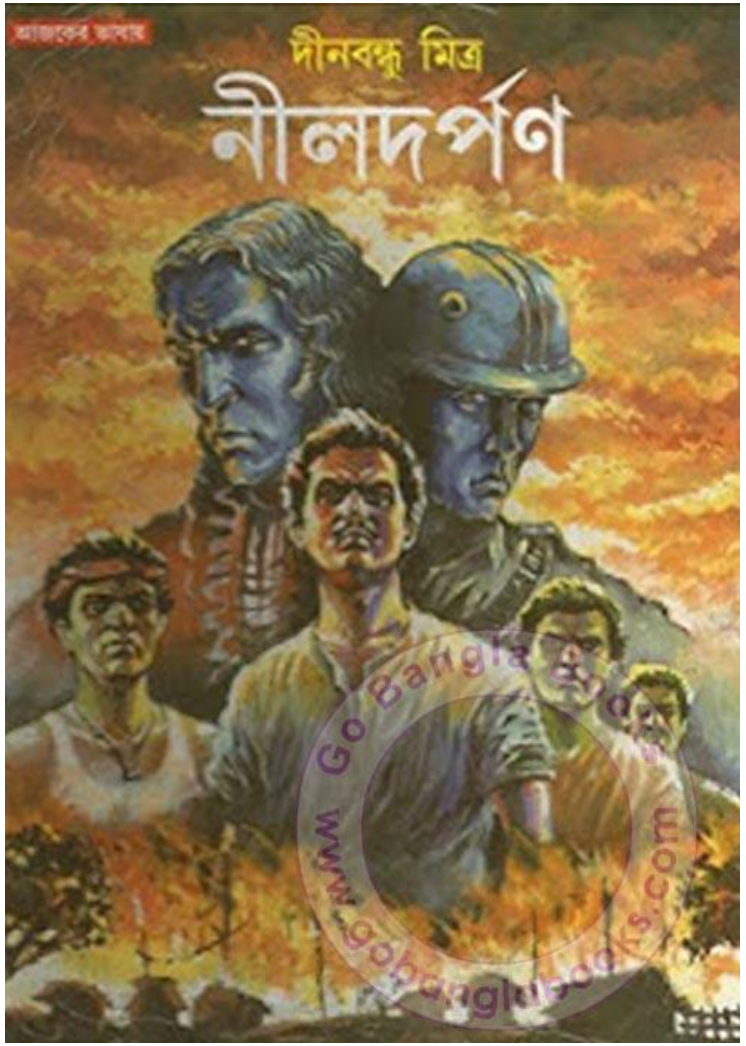

বাংলাদেশের নাটক

নাটকটির ঘটনা, রচনা, মুদ্রণ, প্রকাশ ও প্রথম মঞ্চায়ন সব কিছুই বাংলাদেশে বলে, নীলদর্পনকে 'বাংলাদেশের নাটক' বলা হয়।

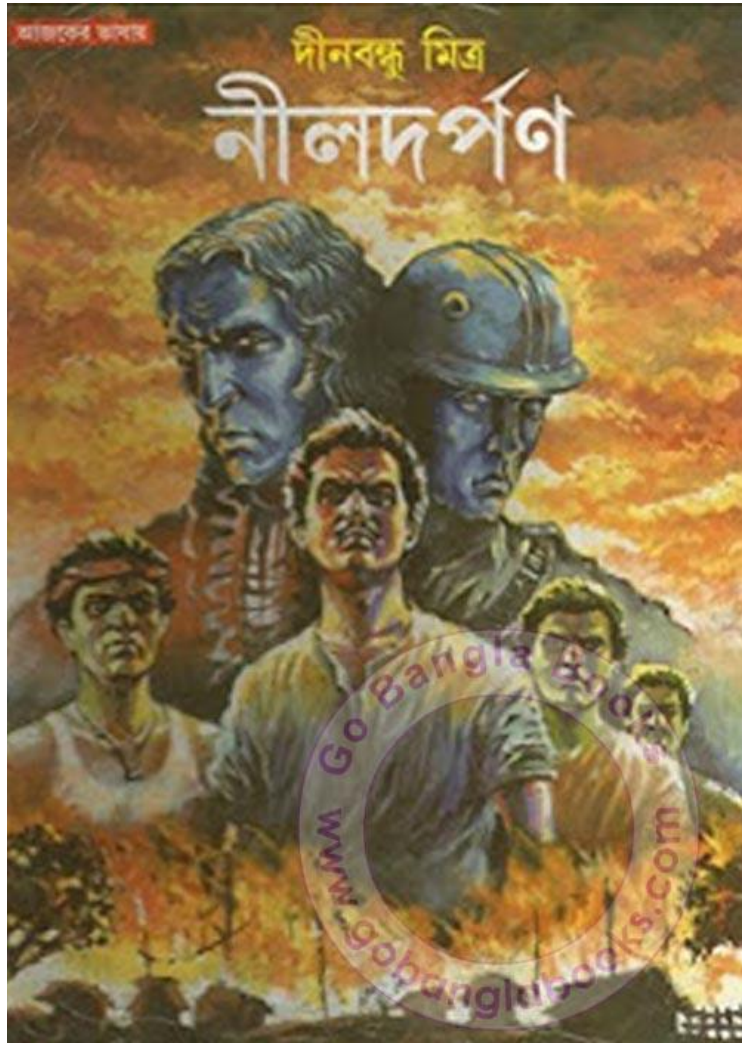

প্রহসন

- সধবার একাদশী
- বিয়েপাগলা বুড়ো
- জামাই বারিক

প্রশ্নোত্তর পর্ব

- ‘নীলদর্পণ’ নাটকের মূল বিষয়বস্তু কী?
- ‘সধবার একাদশী’ কার রচনা?
- নীলদর্পণ’ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ কে করেছিলেন?

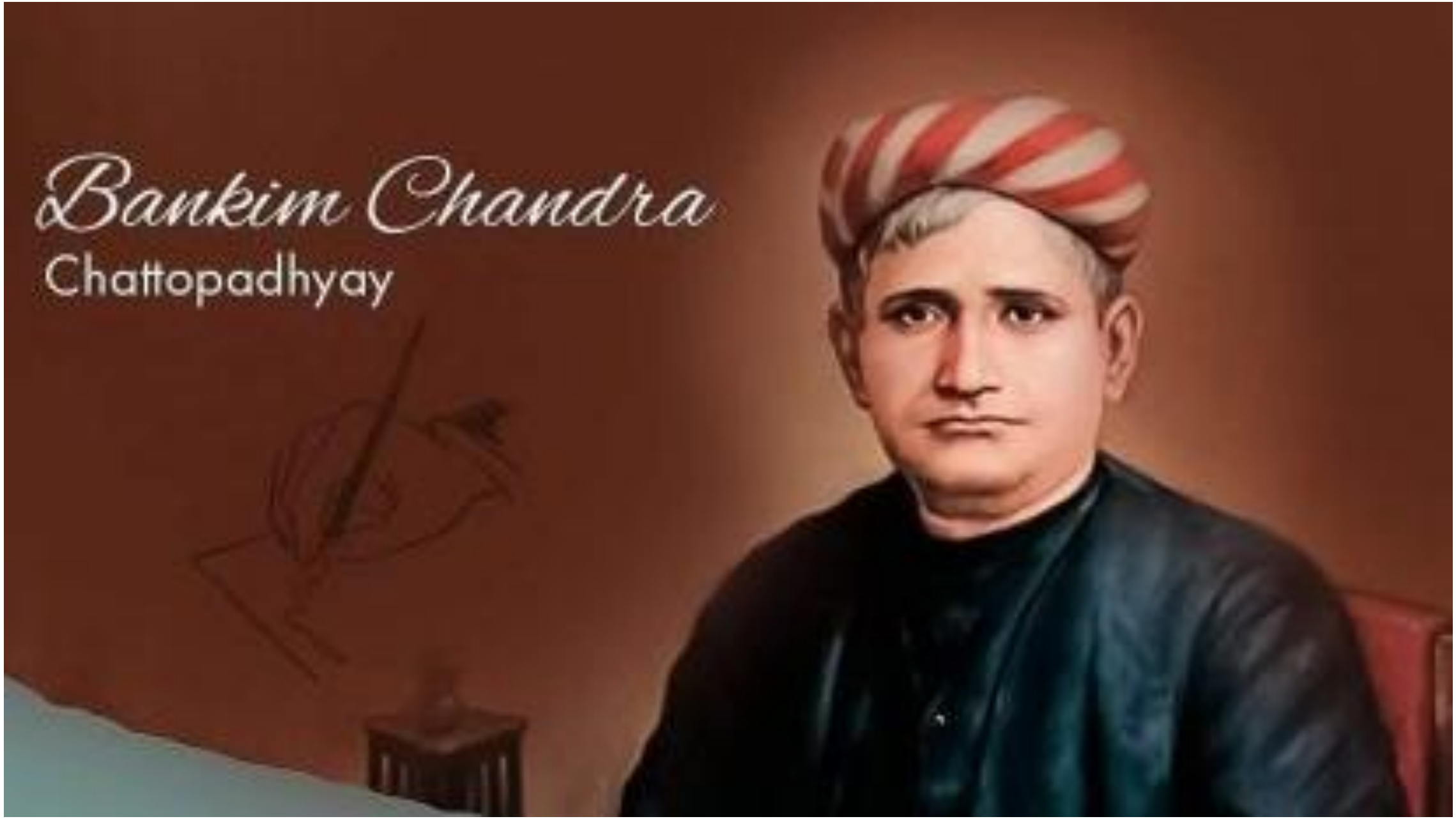
Bankim Chandra
Chattopadhyay

বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪)

- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮ সালের ২৬ জুন (১৩ আষাঢ়, ১২৪৫) পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার কাঁঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- ৮ এপ্রিল ১৮৯৪ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

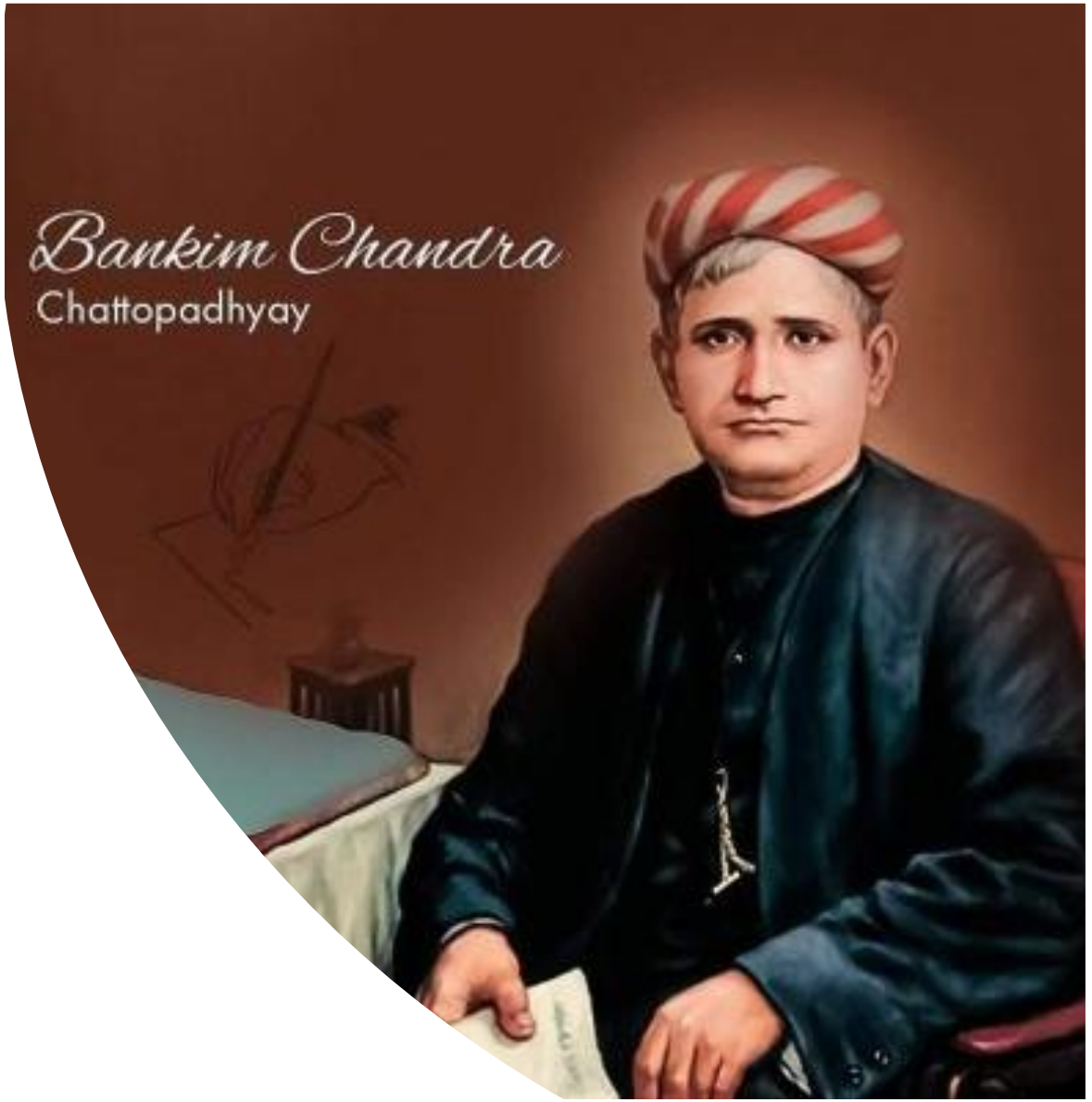

বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪)

উপাধি: সাহিত্য সম্রাট, বাংলার স্কট, ঋষি, রায় বাহাদুর।

ছদ্মনাম: কমলাকান্ত।

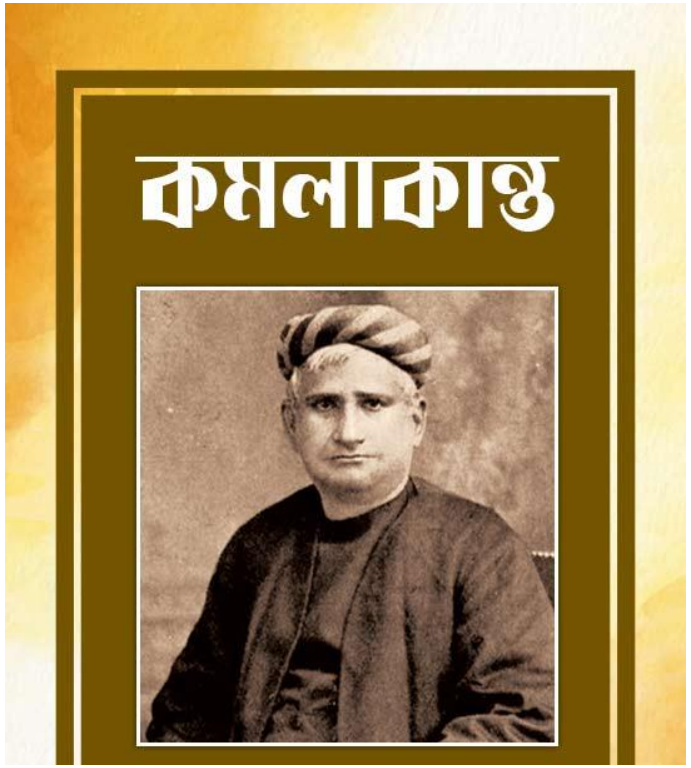

ওয়াল্টার স্কট স্কটল্যান্ডের বিখ্যাত উপন্যাস রচয়িতা এবং কবি।

পুরো ইউরোপ জুড়ে তার জনপ্রিয়তা ছিল। **বঙ্কিমচন্দ্র** ওয়াল্টার স্কটের রোমান্স আশ্রয়ী ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শের অনুসারী ছিলেন বলে তাকে 'বাংলার স্কট' বলা হয়।

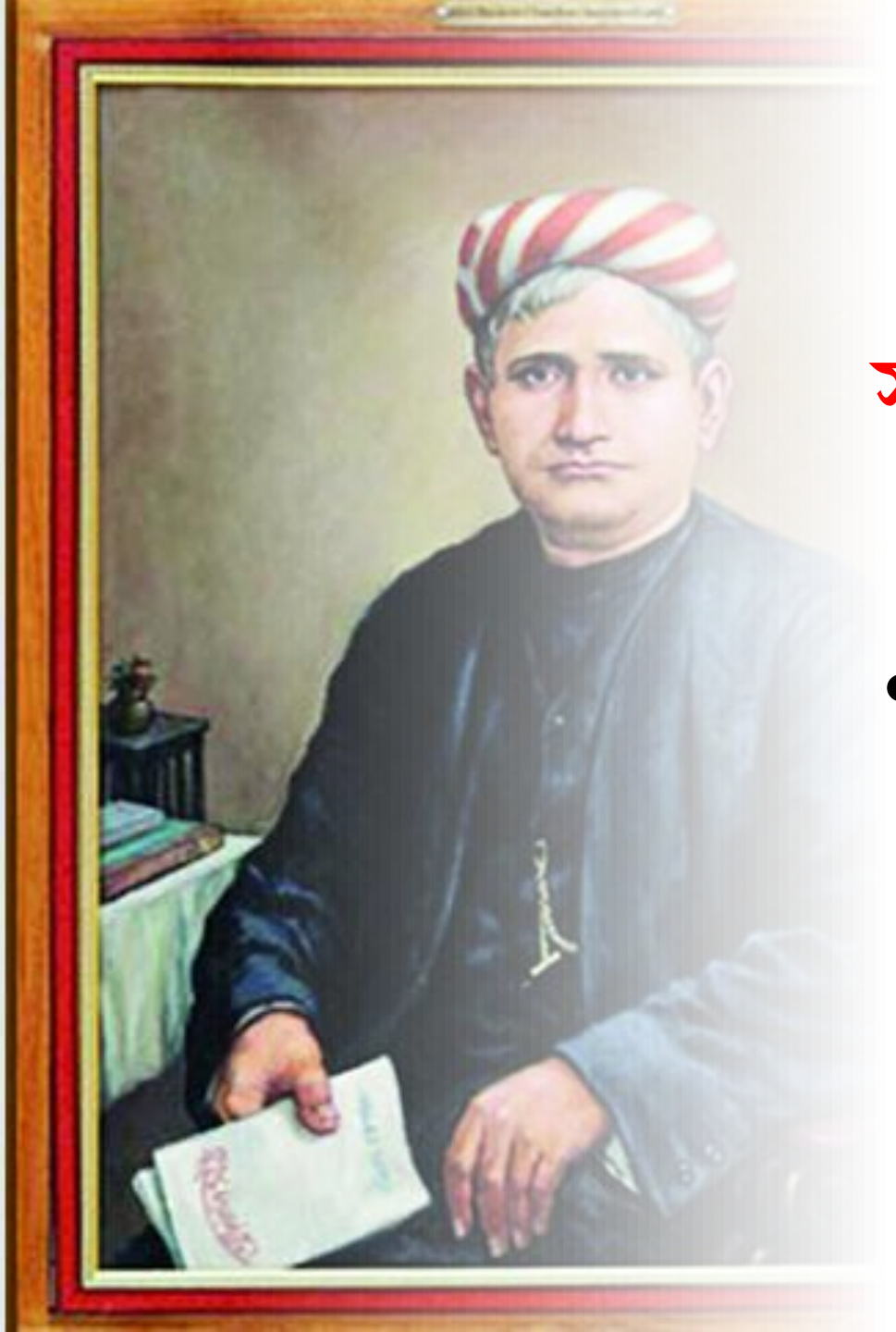

সম্পাদিত পত্রিকা

- বঙ্গদর্শন *

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম

প্রথম কাব্য

ললিতা তথা মানস

প্রথম উপন্যাস

রাজমোহন্স ওয়াইফ

প্রথম সার্থক উপন্যাস

দুর্গেশনন্দিনী-১৮৬৫

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক রোমান্টিক উপন্যাস

কপালকুণ্ডলা

বঙ্কিমচন্দ্র

মোট উপন্যাস **১৪টি**

Rajmohon’s Wife সহ ১৫ টি

রাসীআন- কবিরাই- কদম - দেবীর চন্দ্রযুগ

রাধারাণী (১৮৭৫)	রাজসিংহ (১৮৮২)	দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪)
সীতারাম (১৮৮৭)সর্বশেষ	ইন্দিরা (১৯৭৩)	রজনী (১৮৭৭)
আনন্দ মঠ (১৮৮২)	কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)	চন্দ্রশেখর (১৮৭৫)
কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬	দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)	যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪)
বিষবৃক্ষ (১৮৭৩)	মৃণালিনী (১৮৬৯)	Rajmohon's Wife (১৮৬৪)

উপন্যাস	বিষয়বস্তু
খন্ড/অনু উপন্যাস	রাধারাণী, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়
মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস	রজনী
ত্রয়ী উপন্যাস (দেশপ্রমমূলক ও তত্ত্বপ্রধান)	আদেস (আনন্দ মঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম)
সামাজিক উপন্যাস	কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ
ঐতিহাসিক উপন্যাস	রাজসিংহ
রোমান্স প্রধান ঐতিহাসিক	দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, চন্দ্রশেখর, মৃণালিনী

দুর্গেশনন্দিনী

- 'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত প্রথম উপন্যাস। **এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস**।

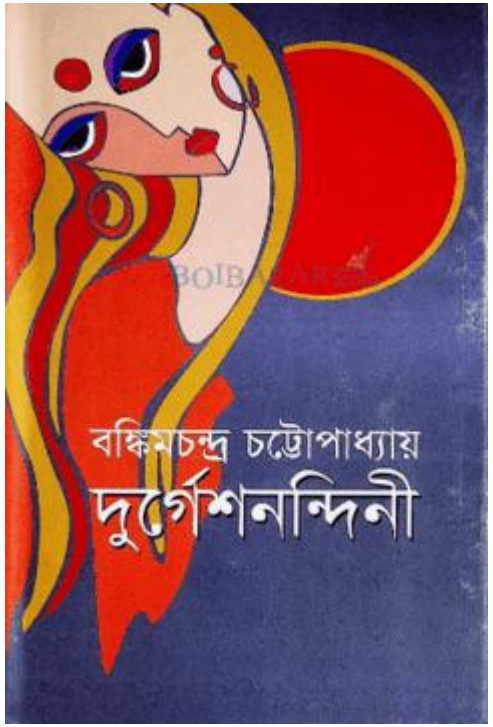

কপালকুণ্ডলা

কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত দ্বিতীয় উপন্যাস। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক রোমান্টিক উপন্যাস। **১৮৬৬** খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

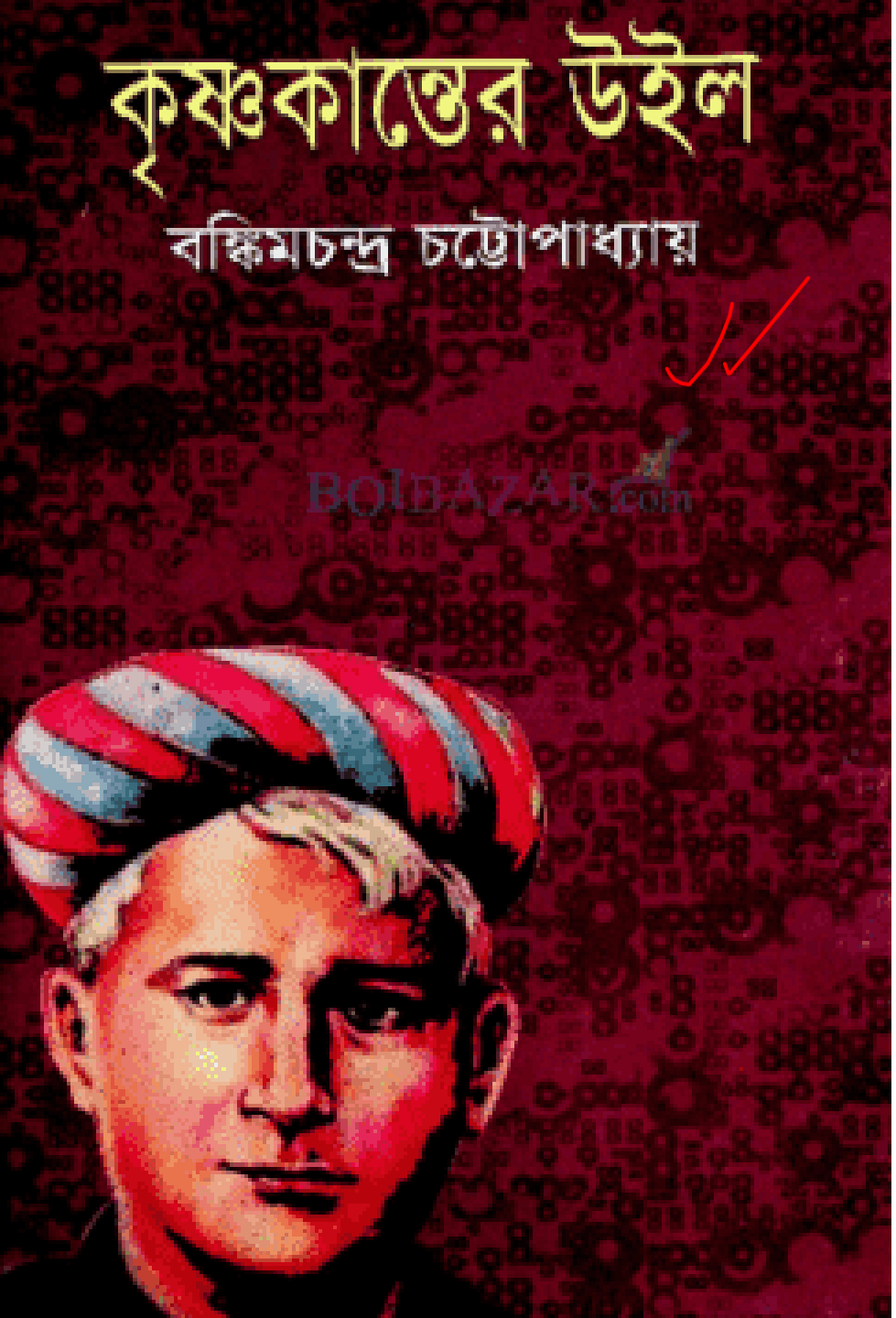

শ্রেষ্ঠ উপন্যাস

কৃষ্ণকান্তের উইল

খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস

রাজসিংহ

একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব ও রাজপুত রাজা রাণা রাজসিংহের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল, সেটাই উপন্যাসের মূল বিষয়।

চরিত্র: রাজসিংহ, চঞ্চলকুমারী, জেবুন্নেসা

ত্রয়ী উপন্যাস

আনন্দমঠ

দেবী চৌধুরাণী

সীতারাম

ত্রয়ী উপন্যাস বলতে মূলত স্বাভাবিক যোগসূত্র ও ধারাবাহিকতায় এক সাথে তিনটি উপন্যাসকে বোঝানো হয়।

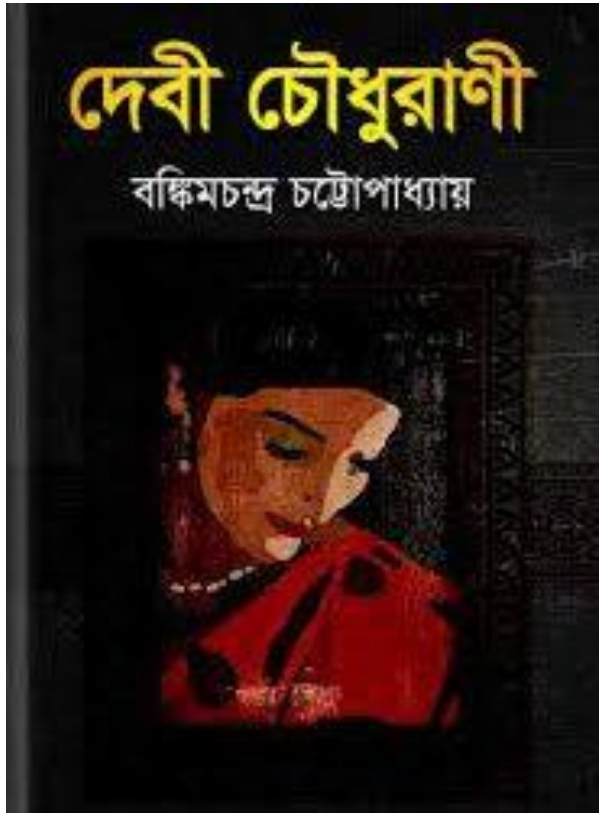

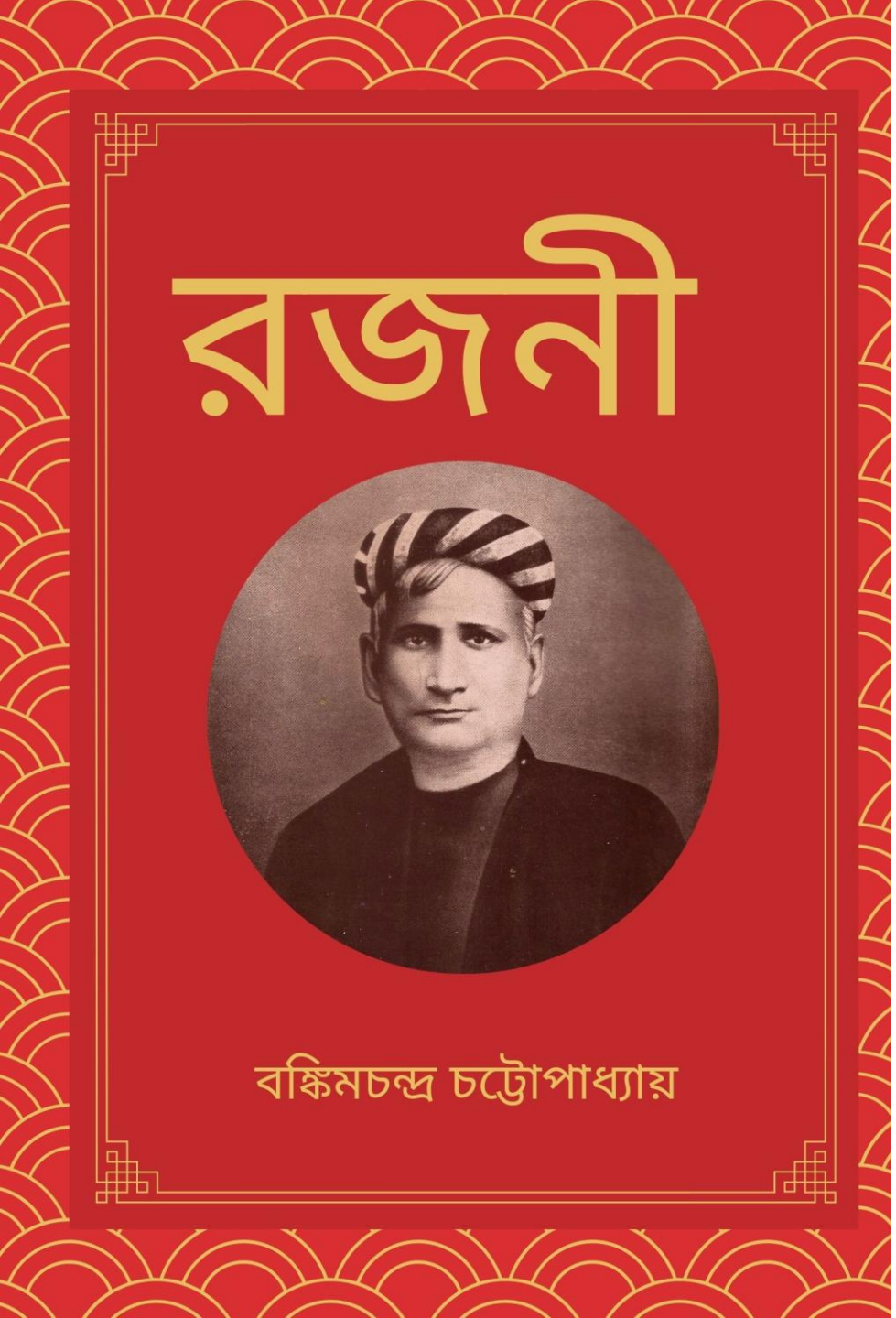

মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ মূলক উপন্যাস

রজনী

চরিত্র (রজনী, শচীন্দ্র, অমরনাথ, লবঙ্গলতা)

বঙ্কিমচন্দ্র

প্রবন্ধ

- কমলাকান্তের দপ্তর **
- লোকরহস্য
- সাম্য
- লোক রহস্য
- বিজ্ঞান রহস্য

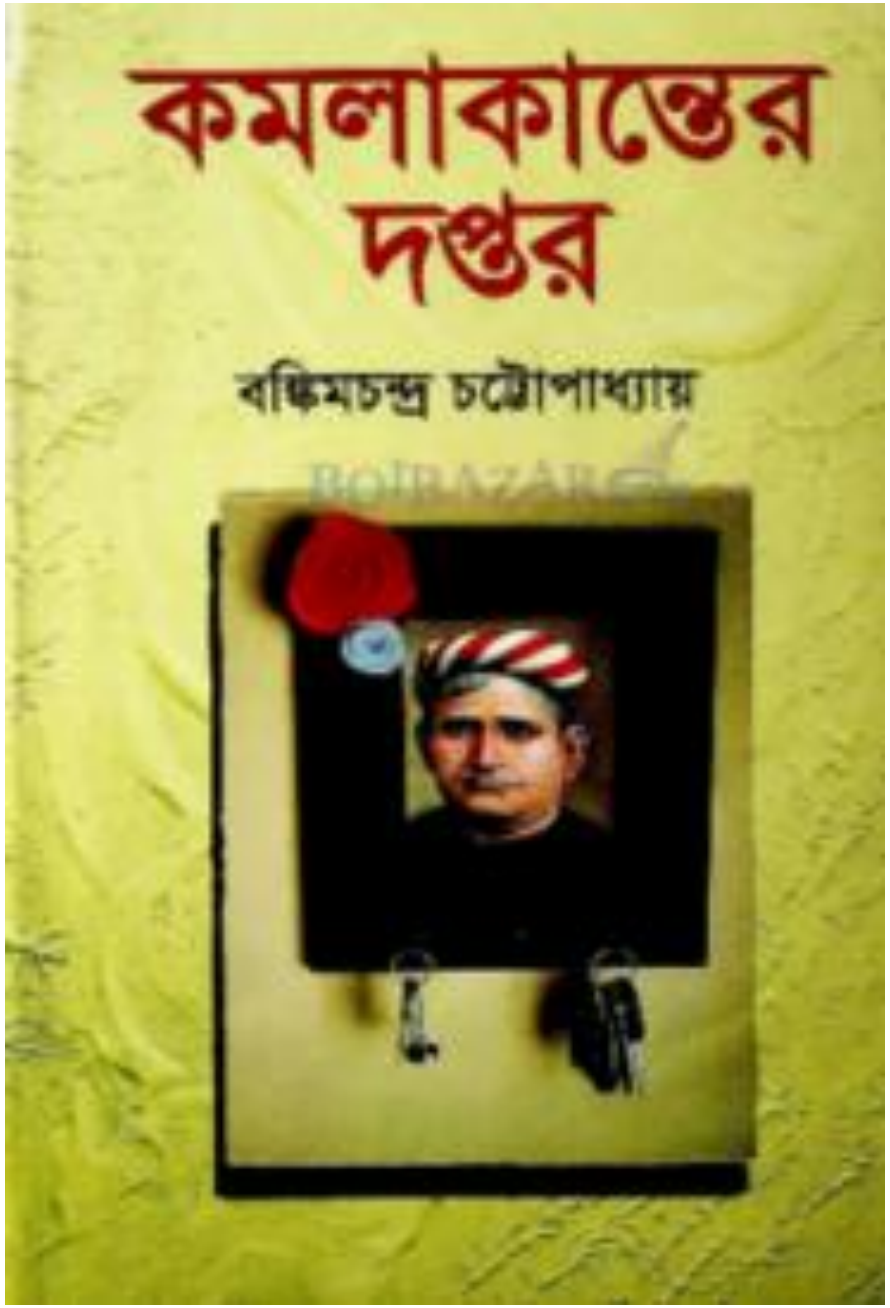

কমলাকান্তের দপ্তর

- কমলাকান্তের দপ্তর (ভীষ্মদেব খোশনবিশ)
- কমলাকান্তের পত্র
- কমলাকান্তের জবানবন্দি

বঙ্কিমচন্দ্র উক্তি

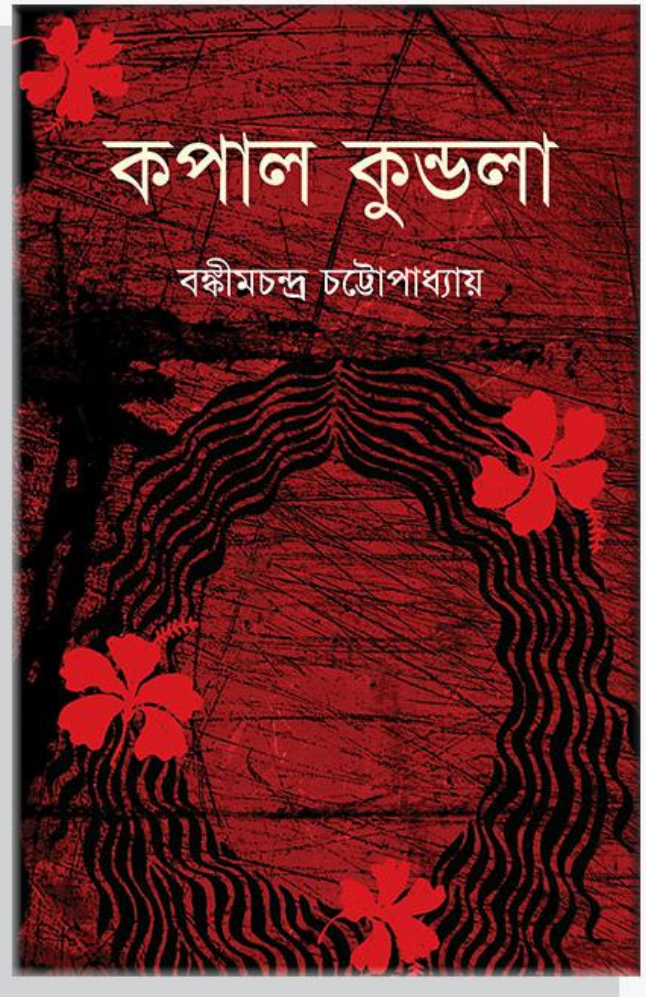

- পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ? **(নবকুমারকে কপালকুণ্ডলা) এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্টিক সংলাপ ।**
- 'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন? (কপালকুণ্ডলা)
- প্রদীপ নিভিয়া গেল। (কপালকুণ্ডলা এবং বিষবৃক্ষ)
- যাহাতে জগদীশ্বরের হাত, তাহা পন্ডিতে বলিতে পারেনা। (নবকুমার, কপালকুণ্ডলার উদ্দেশ্যে অধিকারি)
- ক্ষেত্রে বীজ রোপিত হইলে আপনিই অঙ্কুর হয়।

মীর মশাররফ হোসেন

(জন্ম ১৮৪৭ লাহিনীপাড়া, কুষ্টিয়া)

ছদ্মনাম- **গাজী মিয়া, উদাসীন পথিক**

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের **প্রথম উল্লেখযোগ্য মুসলিম সাহিত্যিক**।

প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার।

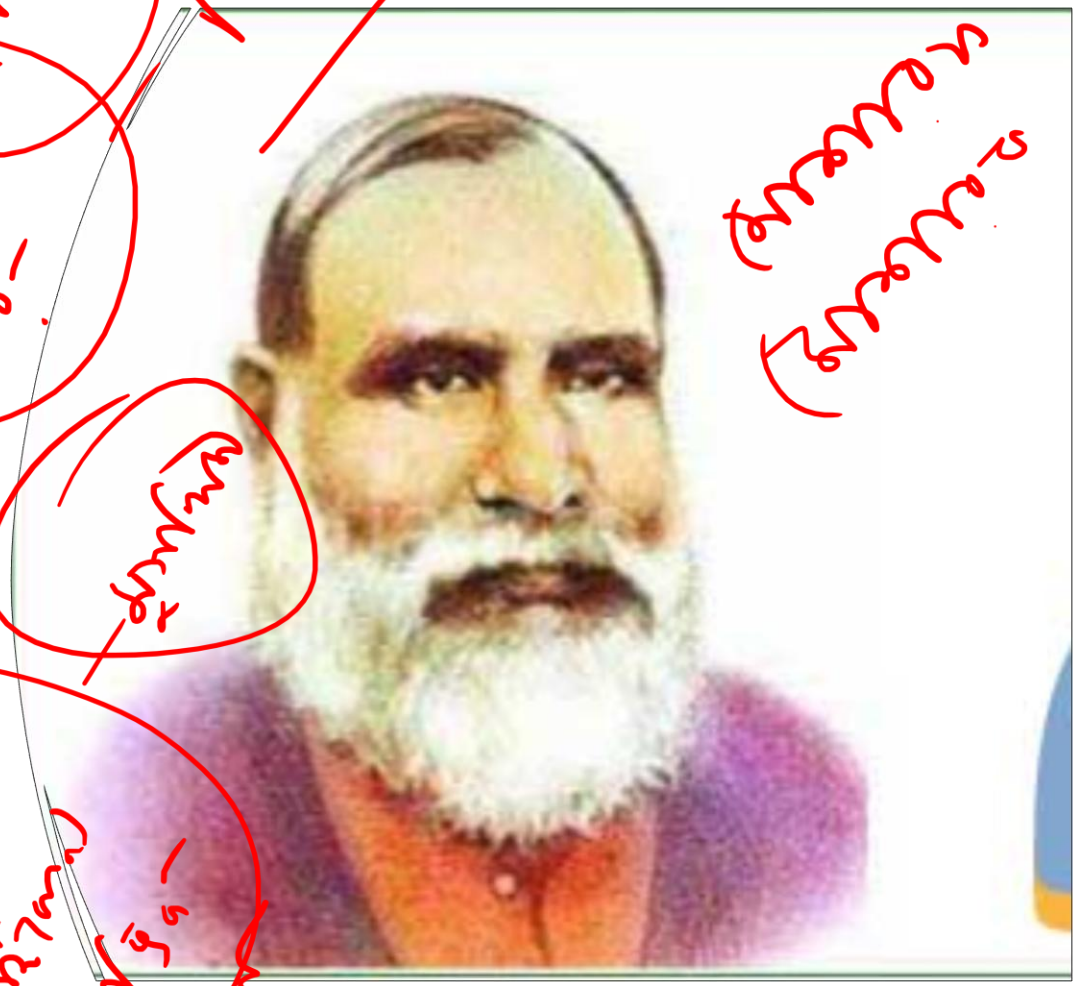

উপন্যাস

১) রত্নবতী (১৮৬৯, প্রথম)

২) বিষাদ-সিন্ধু (মহররম পর্ব ১৮৮৫, উদ্ধারপর্ব ১৮৮৭, এজিদবধ পর্ব ১৮৯১)

৩) উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯০)

৪) গাজী মিয়ার বস্তানী (১৮৯৯)

রত্নবতী

রত্নবতী – প্রথম উপন্যাস। (কৌতুকাবহ উপন্যাস)

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাহিত্যিক রচিত প্রথম উপন্যাস।

আত্মজৈবনিক উপন্যাস

গাজী মিয়াঁর বস্তানী

উদাসীন পথিকের মনের কথা

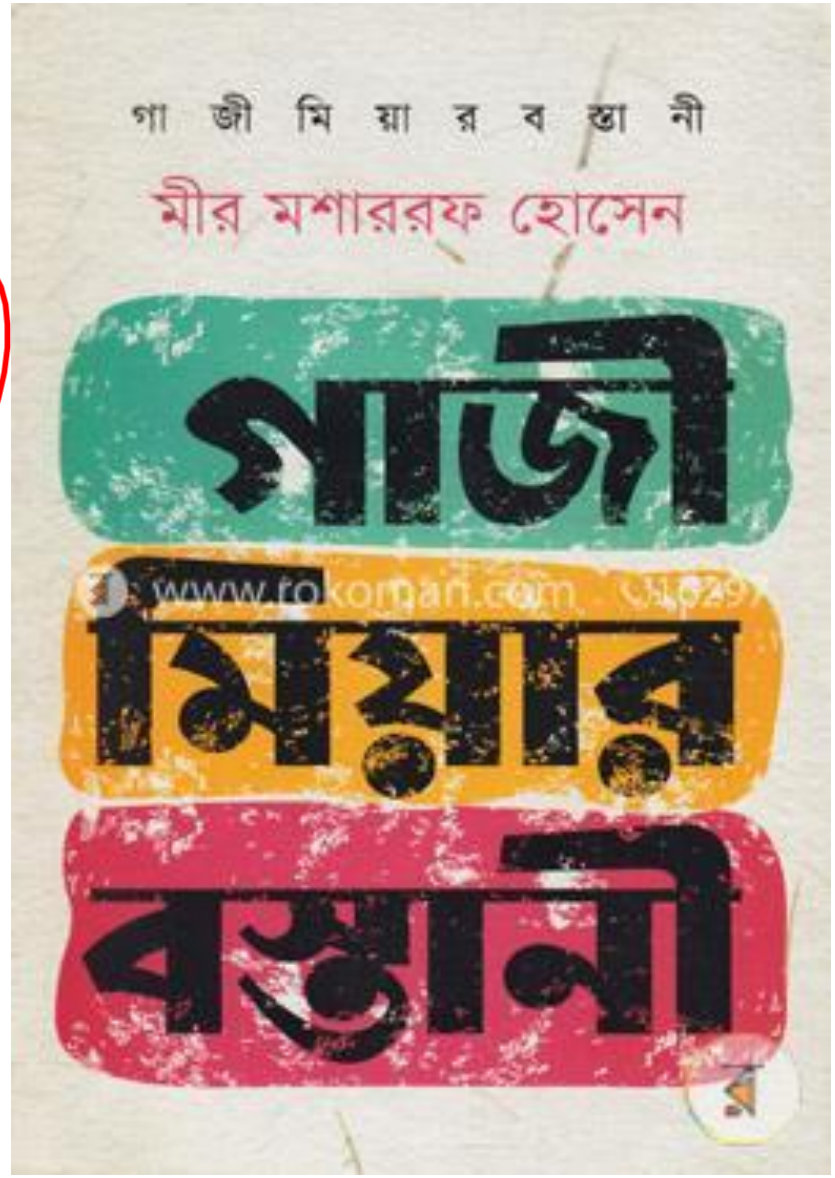

বিষাদ সিন্ধু

ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস। গদ্য মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস। তার শ্রেষ্ঠ রচনা।

উপন্যাটি **৩টি পর্বে** বিভক্ত।

মহরম পর্ব

উদ্ধার পর্ব

এজিদ-বধ পর্ব

প্রেক্ষাপট: ইমাম হাসান ও হোসেনের সাথে উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়ার একমাত্র পুত্র এজিদের কারবালার প্রান্তরে যুদ্ধ এর বিষয়বস্তু।

প্রধান চরিত্র: এজিদ

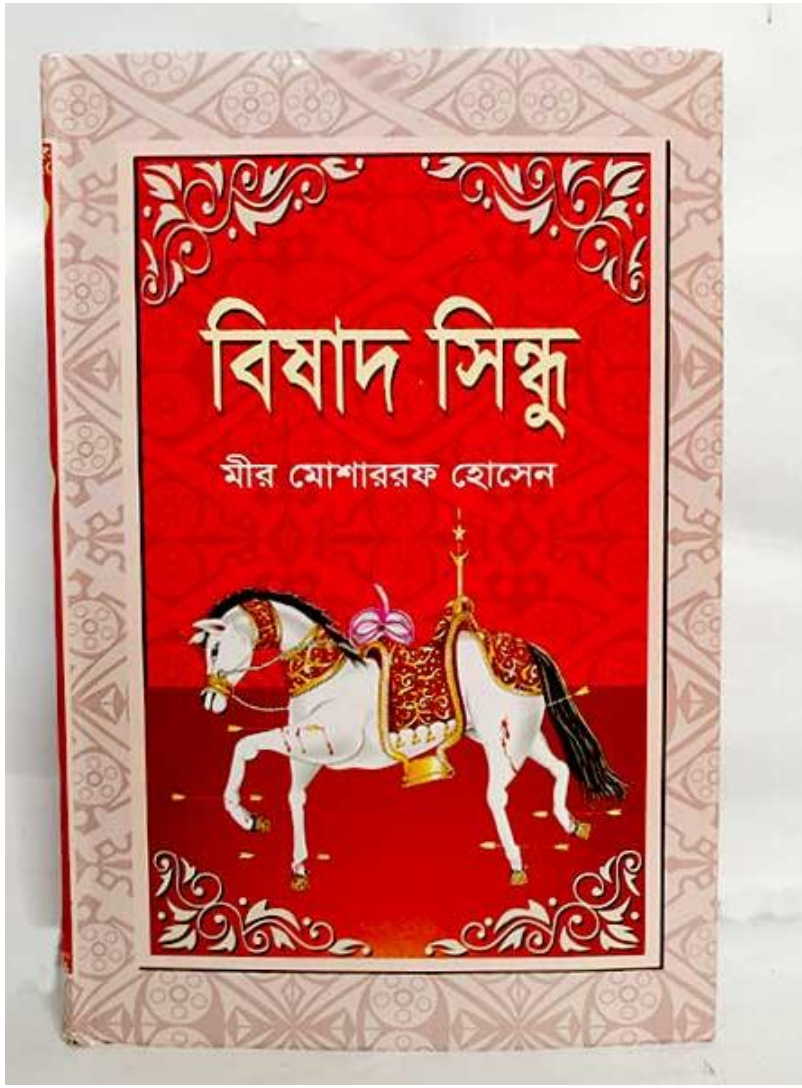

মীর মশাররফ হোসেন নাটক

বসন্তকুমারী, জমিদার দর্পণ

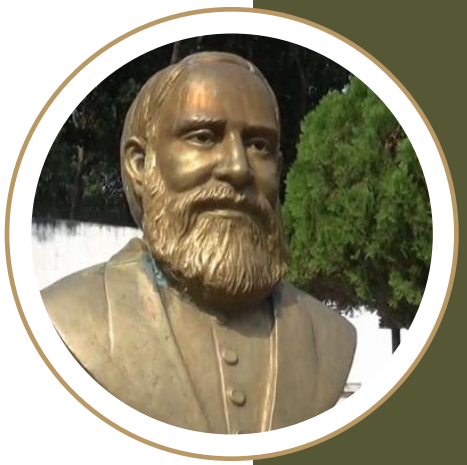

বসন্তকুমারী

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাহিত্যিক রচিত প্রথম নাটক ‘বসন্তকুমারী’।

এটি বাংলা সাহিত্যে মুসলমান রচিত প্রথম নাটক।

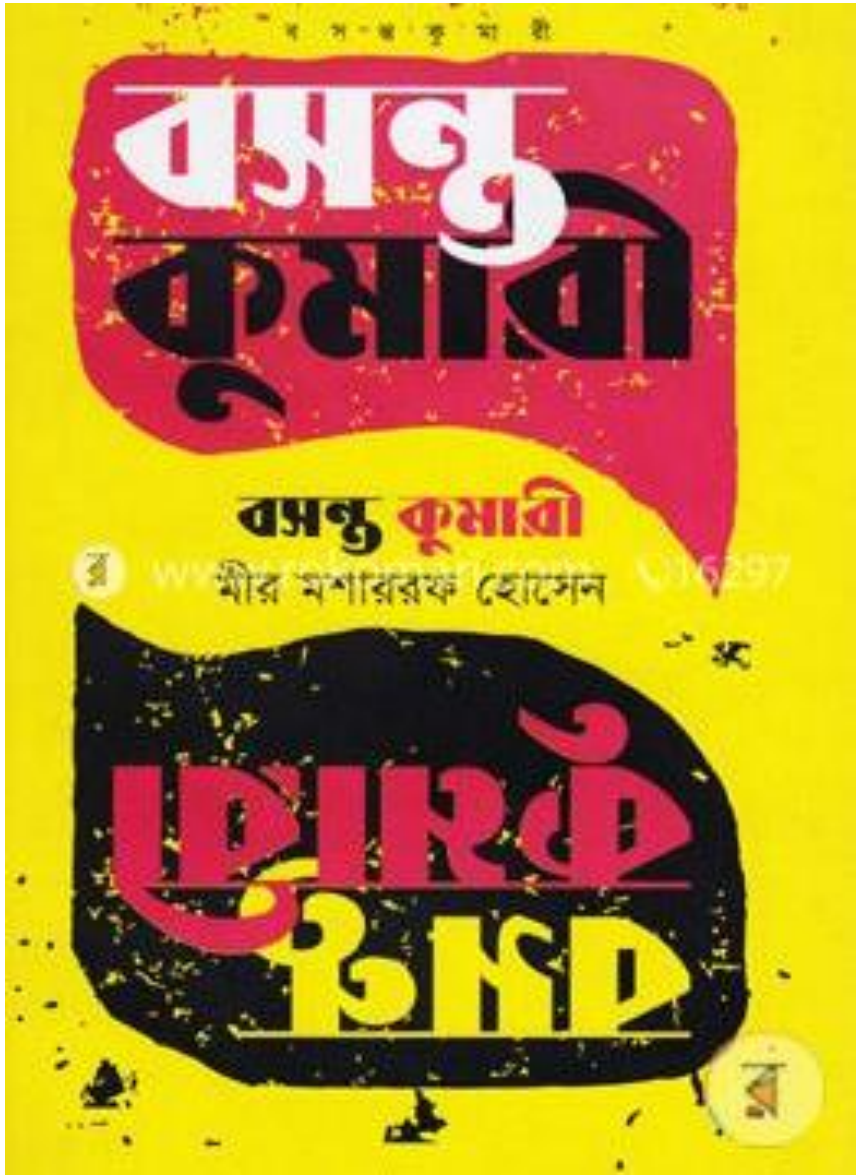

জমিদার দর্পণ

এটি তার শ্রেষ্ঠ নাটক

নামকরণে নীলদর্পনের প্রভাব আছে।

অত্যাচারী ও চরিত্রহীন জমিদার হায়ওয়ান আলীর অত্যাচার এবং অধীনস্ত প্রজা আবু মোল্লার গর্ভবর্তী স্ত্রী নূরন্নেহারকে ধর্ষণ ও হত্যার কাহিনী এর মূল বিষয়।

চরিত্র: আবু মোল্লা, নরুন্নেহার, ফজুমিয়া, জমিদার, মেরাজ আলী (বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুসলিম চরিত্র)

প্রহসন

এর উপায় কি? : এটি মীর মশাররফ হোসেনের প্রথম প্রহসন।

এছাড়াও বাংলা সাহিত্যে **মুসলিম সাহিত্যিক রচিত প্রথম প্রহসন।**

অন্যান্য প্রহসন- ভাই ভাই এইত চাই, ফাঁস কাগজ, একি।

মীর মশাররফ হোসেন

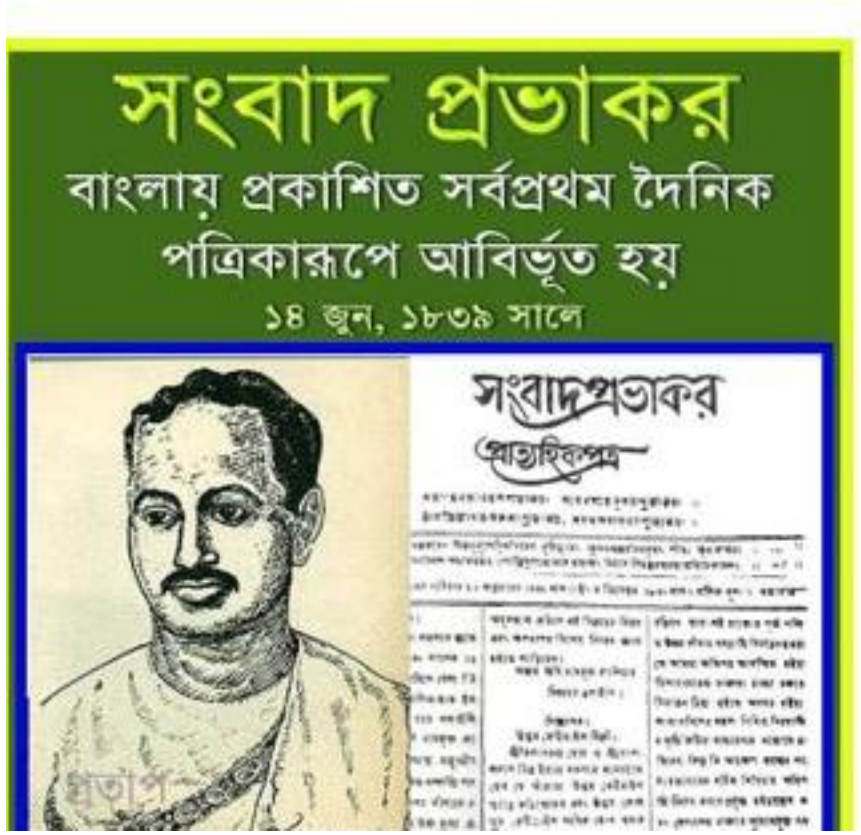

সাংবাদিক ছিলেন

‘সংবাদ প্রভাকর’ এবং **‘গ্রামবার্তা প্রকাশিকা’**

তার **সম্পাদিত** দুটি পত্রিকা –

আজিজননেহার ও হিতকরী।

প্রবন্ধ: গো-জীবন

কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে যে কোনো কারণেই হোক গো-হত্যা অনুচিত। হিন্দু-মুসলিম এই দুই ধর্মের অনুসারীদের একত্র করার প্রয়াসে তিনি এটি রচনা করেন।

এই গ্রন্থ রচনার দায়ে তাকে **মামলায় জড়িয়ে পড়তে হয়।**

আত্মজীবনী: আমার জীবনী (১২ খন্ড) (১৮ বছরের জীবন)

কুলসুম জীবনী: ২য় স্ত্রী কুলসুমকে কেন্দ্র করে লিখিত।

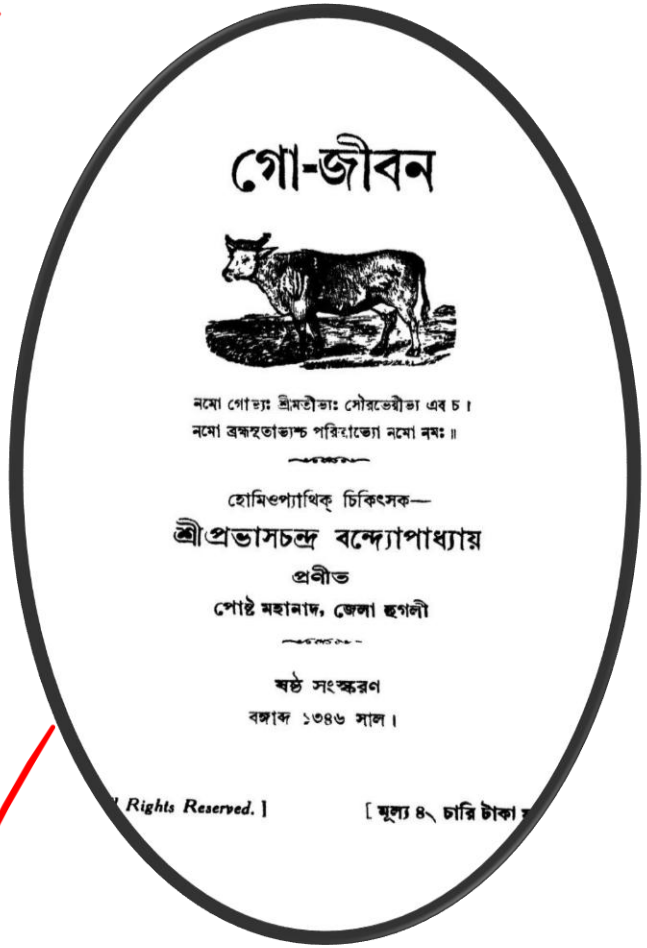

গো-জীবন

নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এব চ।
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ॥

হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসক—
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত
পোষ্ট মহানাদ, জেলা হুগলী

ষষ্ঠ সংস্করণ
বঙ্গাব্দ ১৩৪৬ সাল।

Rights Reserved.] [মূল্য ৪৲ চারি টাকা

কাব্যগ্রন্থ

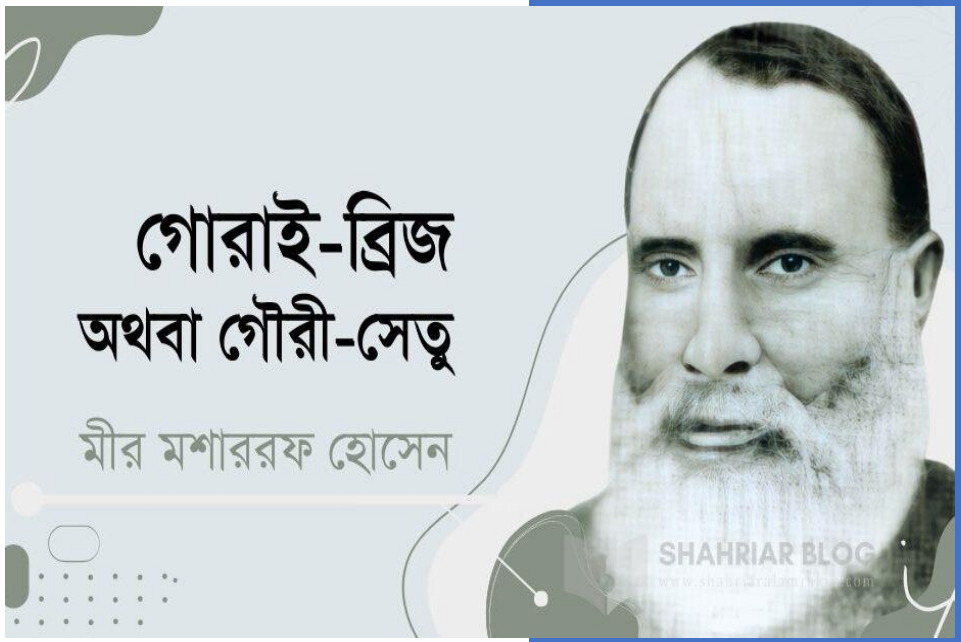

উক্তি:

মাতৃভাষায় যাহার ভক্তি নাই, সে মানুষ নহে।

- মীর মশাররফ হোসেনের ‘গাজী মিয়ার বস্তানী’ কী ধরনের রচনা?
- ‘বিষাদসিন্ধু’ উপন্যাসের মূল বিষয় কী?
- মীর মশাররফ হোসেনের ছদ্মনাম?
- বসন্তকুমারী কোন জাতীয় রচনা?
- **‘জমিদার দর্পন’** কী ধরণের রচনা?

- Thank you